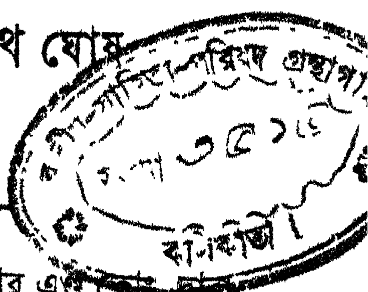
ডাহির-সেনাপতি নাটক।

শ্রীঅঘোরনাথ ঘোষ

প্রণীত।



---

৯৭ কলেজ ষ্ট্রীট, মজুমদার এণ্ড কোং দ্বারা

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

২১ নং ভবানীচরণ দত্তের লেন,

ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে

শ্রীবিপিনবিহারী রায় দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮৪।

পূজ্যপাদ

জ্যেষ্ঠাগ্রজ

শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার ঘোষ

মহাশয়ের

শ্রীচরণে

ভক্তি-উপহারস্বরূপ

অর্পণ করিলাম।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

ডাহির	... ...	আলোরের রাজা।
সুধীর	... ...	রাজমন্ত্রী।
সঞ্জীব	... ...	প্রধান সেনাপতি।
অরিন্দম	... ...	সেনাপতি।
শতানন্দ	... ...	গুরুদেব।
কালিফওয়ালিদ	... ...	বসোরাধিপতি।
মহম্মদ বেনকাসিম	..	হিন্দুস্থান আক্রমণকারী
জাফের আলি খাঁ	...	প্রথম প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ
রুস্তম খাঁ	...	দ্বিতীয় ঐ

প্রতিহারী, আলোরবাসীগণ, হাকিম, হিন্দু সৈন্যগণ, মুসলমান সৈন্যগণ, দূত, ভৃত্য ইত্যাদি।

বামাগণ

হররমা	... ...	আলোর রাজমহিষী।
শৈলসুতা ও জয়া	...	ডাহিরের কন্যাদ্বয়।
নশিবন্	... ...	জাফের আলির স্ত্রী।

ডাকিনী, দাসীগণ, সহচরী ইত্যাদি।



ডাহির-সেনাপতি নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথমদৃশ্য।

সিন্ধুতীরবর্ত্তী উপত্যকা ভূমি,

পার্শ্বে রাজোদ্যান।

সঞ্জীব।

সঞ্জীব। মহারাজের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু গুরুদেবের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। যখন লজ্জা ভয়ে বিসর্জ্জন দিয়া নির্ভয় হৃদয়ে বলিলাম, শৈলসুতার পাণি গ্রহণে অমত করিবেন না, গুরুদেব বিমর্ষ হলেন। তাঁর বিমর্ষ ভাব হৃদয় ব্যথিত করিতেছে সত্য, কিন্তু শৈলসুতার সেই জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি হৃদয় কি অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিপ্লুত করিতেছে! পরিণামে অশুভ হইবে? কি অশুভ? হয়, হোক্। আমি পরিণাম চাহিনা। যদি সমুদায় পৃথিবী রসাতলে যায়,—যাক্;—আমি শৈলসুতার পাণিগ্রহণে পরাঙ্মুখ হইতে পারিব না। সেই অচঞ্চল সরল দৃষ্টি

সেই অধরযুগলের মধুরিমা জ্যোতি যখন একবার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, হৃদয় বিলুপ্ত না হলে তার লোপ হবেনা। গুরুদেবের অবমাননা হয়? কি করিব। আমি ইচ্ছা করে তাঁর অবমাননা করিতেছি না। ঐ যে তরঙ্গ সমাকুল স্রোতস্বতী প্রবল বেগে ধাবিত হইতেছে, উহার গতি কে রোধ করিবে? আমার প্রণয় স্রোত অধিকতর প্রবল, ইহার গতি কে রোধ করিবে?

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ। সেনাপতি মহাশয়! আপনাকে না অনুসন্ধান করেছি এমন স্থান নাই। সেনাপতি মহাশয়!

স। কে? বল্লভসিং। কি বলিতেছিলে?

সৈ। আপনার অনুসন্ধানে অনেক ক্লেশ পেয়েছি।

স। তোমার মূর্খতা। জান ত সালীম দুর্গ যবন হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া রাত্রি যাপন করি।

সৈ। রাজ আজ্ঞা রাত্রি এক প্রহরের পর। কেমন করে জানিব সন্ধ্যার সময় ও এখানে থাকেন।

স। কি জন্য আসিয়াছ!

সৈ। মহারাজের তলব।

স। বল গিয়া এখন যাইতে পারিব না।

সৈ। কি বলিব?

স। বল গিয়া, সঞ্জীব সেনাপতি এখন আসিতে পারিবেন না।

টৈস। বিশেষ প্রয়োজনে আপনার তলব।

স। আমি যা বলি, কর; দ্বিরুক্তি করিও না।

টৈস। বন্দেগি।

[প্রস্থান।

স। মহারাজের অনুরোধ, মহারাণীর অনুরোধ,—আমার হৃদয়ের অনুরোধ,—আবার স্বয়ং শৈলসুতার অনুরোধ। নিতান্ত সৌভাগ্য না হলে এত অনুরোধ হয় না, নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হলে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা যায় না। আমি ভাগ্যবান, ভবিষ্যৎ ভেদ করিয়া দিব্য চক্ষে পরিণামে সুখ দেখিতেছি। কিন্তু গুরুদেব বলেছেন পরিণাম অশুভ ফল প্রসব করিবে। আমি তাঁর কথা বিশ্বাস করি না। আমি পরিণামে অনন্ত সুখ দেখাইয়া তাঁর জ্যোতিষ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করাইব। একি! বামাস্বর! মধুর কণ্ঠ! শৈলসুতা কি পুষ্পোদ্যানে আসিয়াছেন? সমীরণ যাও, সুকণ্ঠীর কণ্ঠনিঃসৃত তান-লয়-পূর্ণ বাক্যাবলি বহন করিয়া আন।

(পুষ্পোদ্যান)

শৈলসুতা, জয়া ও সখিদ্বয়।

শৈল। (গীত সমাপ্তে) এদিকে এস বোন্। ও গাছটী যে একাকারে নির্ম্মূল করেছ।

জয়া। দিদি, এই ফুল কটা আমার খোঁপায় দিয়ে দাও না।

প্র, স। দেবি, লক্ষণ ভাল দেখতেছি না—বাহক দিগকে সংবাদ দি, যবনেরা বোধ হয় সিন্ধু পার হয়েছে। ঐ দেখুন উপত্যকারপার্শ্বে একটী মস্তক দেখা যাইতেছে।

শৈ। (লক্ষ্য করিয়া) ভীত হোয়োনা; উনি যবন নন, আমাদের প্রধান সেনাপতি সঞ্জীব। তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করে আসি।

প্র, স। দেবি! সেকি ভাল দেখায়? এ উচ্চ ভূমিতে উঠিতে আপনার চরণ ব্যথিত হবে। বিশেষ পথ অতি দুর্গম, অতি বন্ধুর। আপনি এইখানে বসুন, আমি তাঁহাকে এইখানেই আনিতেছি।

শৈ। না সখি, বিফল চেষ্টা। তিনি এখানে আসিবেন না। আমি স্বয়ংই যাইতেছি। [প্রস্থান।

প্র, স। শৈলদেবী সেনাপতির প্রণয়িনী হবার জন্য উন্মাদিনী হয়েছেন। মহারাজের পণ বুঝি এত দিনে বিফল হলো।

দ্বি, স। শৈলদেবীও ত প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে ব্যক্তি যবনকৃত অপমানের প্রতিবিধান করিবে, তিনি তার গলে বরমালা দিবেন।

জয়া। দিদি কোথায় গেলেন?

প্র, স। আসিতেছেন। চল আমরা তারে পুষ্করিণীর তীরে গিয়ে বসি।

[সকলের প্রস্থান।

উপত্যকা ক্ষেত্রে শৈলসুতার প্রবেশ।

স। একি! এখানে!! কিরূপে আসিলে?

শৈল। স্ত্রীলোক বলে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করো না। তোমার গম্য স্থান কি আমার অগম্য হইতে পারে?

স। শৈল! তুমি নারী-রত্ন।

শৈ। মিছে কথা। যদি আমার সন্তোষের জন্য বল,— আমি সন্তুষ্ট হলেম না।

স। বিরক্ত হলে?

শৈ। তোমার কথায় যে দিন বিরক্ত হবো, সে দিন শৈলসুতা নাম পৃথিবী হতে বিলুপ্ত হবে। পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেছিলে?

স। করেছিলাম। আমি যখন ভৈরবীর অর্চ্চনা করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হই—দেখিলাম সম্মুখে মহারাজ দণ্ডায়মান। আমি বন্দনা করিলে, তিনি আমাকে পার্শ্বের কক্ষে লইয়া গেলেন। গিয়া বলিলেন, তুমি শৈলসুতার যোগ্যপাত্র। আমার সন্তান নাই, শেষ অবস্থা; প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে যবন কর্ত্তৃক আমার অপমানের প্রতিবিধান করিতে পারিবে, আমি আমার শৈলসুতাকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিব।

শৈ। তুমি কি বলিলে?

স। আমি বলিলাম,—এদাস শৈলসুতার যোগ্যপাত্র না হতে পারে। কিন্তু মহারাজের অপমান প্রতিবিধানার্থ এ কিঙ্কর আজ হইতে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিল। তার পর

ভৈরবীর নিকট গিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেম। মহারাজ প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে বিদায় দিলেন।

শৈ। সঞ্জীব!—সঞ্জীব—

স। কি বলিবে, বল।

শৈ। হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিতেছে। সঞ্জীব—হৃদয়নাথ—(করগ্রহণ) তুমি আজ দাসীকে অসীম আনন্দের ভাগিনী করিলে,—অনন্ত সুখে সুখী করিলে।

স। শৈলসুতা—প্রিয়তমে! আমি এতদিনে জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। আজ তুমি আমাকে স্বর্গসুখে সুখী করিলে। উদার চরিত্রা রমণী যাহার গৃহিণী, পৃথিবীই তাহার স্বর্গ। শৈলসুতা—

শৈ। একি! বলিতে বলিতে একেবারে শুষ্ককণ্ঠ হলে কেন? নয়নের সে জ্যোতি নাই কেন? ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল কেন?—সঞ্জীব—

স। এখানে বিশ্রাম কর, আমি আসিতেছি।

দুইজন যবন সৈনিকের প্রবেশ।

প্র, সৈ। একটা মেয়ে মানুষ! সুন্দরী—সুন্দরী রে! কে তুই!!

স। তুই কে দুরাত্মা?

দ্বি, সৈ। এ যে আবার রোখ করে,—নির্জ্জনে মেয়েমানুষ নিয়ে——

প্র, সৈ। তোর যম।

স। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে—আমার সম্মুখ হতে যা, কিছু বলিব না।

প্র, সৈ। তোর মাথা আর ঐ সুন্দরীকে হস্তগত করে যাবো।

স। তবে যা যমালয়ে যা। (অসি নিক্ষেপ, যুদ্ধ, প্রথম সৈনিকের পতন) পাপাত্মা তুই কোথায় যাইতে চাইস।

দ্বি, সৈ। ঐ সুন্দরীকে লইয়া যাইতে চাহি।

স। কি দুরাত্মা ! (অসি নিক্ষেপ, যুদ্ধ, যবনের পতন) পিশাচেরা কি রূপে সিন্ধু নদী পার হইল ? এত সতর্কতা, সমুদয় বিফল হলো !—শৈলসুতা ! এখনও বসিয়া আছ ? এ রণকাণ্ড দেখিয়া এখনও বসিয়া আছ ? ধন্য—

শৈল। তোমার নিকট আছি, কিসের ভয় ? আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে বড় ভালবাসি।

স। উত্তম। জানিলাম, তুমি সজীব সেনাপতির অমূল্য গৃহিণী। এখন চল, তোমাকে রাজোদ্যানে রাখিয়া আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য।



রাজান্তঃপুর।

মহারাজ ডাহির ও শতানন্দ।

ডাহির। গুরুদেব! বিমর্ষ হইয়া থাকিলেন কেন? যদি কোন অশুভ দেখিয়া থাকেন, নির্ভয় চিত্তে বলুন। ভবিষ্যতের শুভাশুভ বলিতে আপনি ত আর কখন সঙ্কুচিত হন নাই। শুভাশুভ নিয়তির হাত; মনুষ্যের নহে।

শতা। তা জানি। তথাপি কেবলমাত্র বিশ্বাসে অনেক অনিষ্ট উৎপাদন করে। যে বিশ্বাসে চিররোগীর রোগ মুক্ত হয়, সেই বিশ্বাসে আবার সমধিক বলীয়ান ব্যক্তিও কালগ্রাসে আত্ম সমর্পণ করে। যবন সংগ্রামের শুভাশুভ চিন্তায় সন্দিগ্ধচিত্তে একরূপ ভাল আছেন। আমি যাহা বলিব, যদি শুভ জনক হয় আপনি দ্বিগুণতর সাহসে সমর ক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। যদি তা না হয়, এককালীন হতাশ হইবেন।

ডাহি। এ বীরধর্ম্মের কথা নয়। কে কোথায় জ্যোতিষের কথায় আস্থা দিয়া থাকে! বীরপুরুষেরা শত্রুর নিপাতে নিযুক্ত থাকে; কখন ভাবে না শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত হবে।

শতা। তা জানি। তবে বারম্বার ওকথার উল্লেখ করিতেছেন কেন! আমাকে বিদায় দিন।

ডাহি। গুরুদেব! সত্য সত্যই কি আপনি কোন কথা বলিবেন না! সত্য সত্যই কি ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছেন? ইচ্ছা হয় বলুন, না হয় না বলুন, আর অনুরোধ করিব না। ডাহিরের অন্তরাত্মা ভীত হইবার নয়। এতকাল রণপাণ্ডিত্যের কৌশলে ভবিষ্যৎকে মুষ্টির ভিতর রাখিয়াছিলাম। ও চরণ আশীর্ব্বাদে এ দাস যদিও বৃদ্ধ হইয়াছে, অনুমাত্র সে বিক্রম শূন্য হয় নাই। আপনি বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন, যাইতে পারেন।

শতা। বিবাহ কি স্থিরীকৃত?

ডাহি। স্থিরীকৃত। একথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন?

শতা। এখন ভাল দিন নাই, আপাততঃ স্থগিত রাখিলে ভাল হয়।

শৈলসুতা ও জয়ার প্রবেশ।

ডাহি। যে আজ্ঞা।

শতা। জয়া, মা তোমার হাতে উটী কি?

জয়া। এটী দিদি আমায় দিয়েছেন।

শৈল। উটী নানাবর্ণ পুষ্পের স্তবক,--হীরক খচিত আর মধ্যে মধ্যে মণিমাণিকা বসান।

শতা। দেখি মা। শৈলসুতার কি পরিপাটী শিল্প নৈপুণ্য! আশীর্ব্বাদ করি মহারাজ সসাগরা ধরার অধিপতি হউন।

ডাহি। প্রণাম। (শৈলসুতা ও জয়া কর্ত্তৃক গুরুদেবের চরণ বন্দনা)।

[গুরুদেবের প্রস্থান।

দাসীদ্বয়ের প্রবেশ, ব্যজন।

শৈল। দেখ বাবা, জয়া এত বড়টী হলো, আজও ছেলেম ভাবটা গেল না। গুরুদেবকে দেখে, ও এমনি ভয় পেয়েছিল—

জয়া। হঁা, আমি বুঝি ছেলেমানুষ। দিদি আমাকে কথায় কথায় ঐ কথাই বলেন। অমন করত আমি এখানে থাকবো না।

ডাহি। না মা, তুমি ছেলেমানুষ হতে যাবে কেন, তোমার দিদি ছেলেমানুষ। গুরুদেবকে দেখে কি ভয় পেয়েছিলে?

জয়া। তা ভয় হয় না! যে দাড়ী! সকল মুখ দাড়ীতে ঢাকা; মাথার শোণ গুলো কপালে এসে পড়েছে;— আবার সেই বড় বড় চোক্ দিয়ে পিট্ পিট্ করে তাকায়, —যেন কিম্ভুত কিমেকার।

শৈ। বাবার দাড়ী আছে—সেনাপতির দাড়ী আছে—

জয়া। তা থাক, অমন ধারা করো না।

ডাহির। শৈল! দুরন্ত যবনেরা যখন সালীম দুর্গ অধিকার করেছে আমার জয়লাভের ভরসা নাই। তুমি যদি পুত্র সন্তান হইতে আমি নির্ভাবনায় কালযাপন করিতাম। যবন কৃত অপমান আমার হৃদয়ে শেলবিদ্ধ রহিয়াছে,—

আমার প্রতিজ্ঞা আছে, যে আমার এই শৈল উদ্ধার করিবে,—আমার সর্ব্বস্ব নিধি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব।

শৈল। সঞ্জীব সেনাপতি ত আপনার পুত্রের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন?

ডাহি। তুমি কোথায় শুনিলে?

শৈল। সঞ্জীবের নিকট।

ডাহি। শৈল! আজ তোমাকে সঞ্জীবের হস্তে সমর্পণ করে উভয়কে একত্র দেখে ইহ জন্মের চরম সুখ ভোগ করিব—ইচ্ছা ছিল,—কিন্তু—

একটী দাসীর প্রবেশ।

দাসী। মহারাজ! সেনাপতি মহাশয় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন, অনুমতি হয় ত এখানে আনয়ন করি।

ডাহি। আনয়ন কর। [দাসীর প্রস্থান।

জয়া। হাঁ৷ দিদি—অমন করে মুখ হেট করে রয়েছিস্ কেন? বাবা তুমি দিদিকে কিছু বলেচো নাকি?

ডাহি। কি বলিব মা? তোমার দিদির বিয়ে হবে।

জয়া। বিয়ে হবে বলে বুঝি মুখ ভার কত্তে হয়।

সঞ্জীবের প্রবেশ।

সঞ্জীব। মহা রাজ!—

[শৈলসুতা ও জয়ার প্রস্থান।

ডাহি। একি সঞ্জীব! তোমার পরিচ্ছদ রুধিরাক্তবিক্ত কেন? হস্তের স্থানে স্থানে ক্ষত বিক্ষত কেন?

স। মহারাজ! যবন-সৈন্য কৌশলে সিন্ধু নদী পার হয়ে স্থানে স্থানে গুপ্তভাবে শিবির সন্নিবেশ করেছে।

ডাহি। তবে আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলে কেন?

স। দুই জন যবন নিপাত করিয়া সকল স্থান তন্ন তন্ন করে দেখিয়া, রক্ষিত সৈন্যদিগকে সতর্ক করে দিয়া—রাত্রি তিন প্রহর পর্য্যন্ত,—দুরাত্মাদিগের কোন অনুসন্ধান পাই নাই এই জন্য।

ডাহি। পিশাচেরা কি রাজ্যের ভিতর আসিয়াছে?

স। সম্ভব। রাত্রি তিন প্রহরের পর বলরাম কাঁদির পাহাড়ে যাই। গিয়া দেখি দুর্ভেদ্য জঙ্গল মধ্যে একটী আলোক জ্বলিতেছে। আলোক লক্ষ্য করে তথায় উপস্থিত হইলাম। শিবিরের ছিদ্র দিয়া দেখিলাম তিন জন সৈনিক পুরুষ নিদ্রিত। আমি প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এমন সময় আমার পৃষ্ঠে অসির আঘাত হইল। আমি আক্রমণকারীকে দেখিলাম, অল্পক্ষণ মধ্যে তাহাকে দ্বিখণ্ড করিলাম। পাপাত্মার মৃত্যু চীৎকার শুনিয়া যবনদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হয়। তাহারা আমাকে আক্রমণ করিল। আমি যেস্থানে দাঁড়াইয়াছিলাম সম্মুখ ভিন্ন আক্রমণের সুবিধা ছিল না। একে একে দুই জনকে আহত করিলাম। তৃতীয় ব্যক্তির সহিত যুদ্ধে বড় কাতর হইলাম; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সৈনিক তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল 'ক্ষমা দাও আর না'।

ডাহি। সৈনিক একথা বলিল কেন ?

স। তাহার দক্ষিণ হস্তে আমার তলোয়ারের বিষম চোট লাগিয়াছিল। সে অসি ধারণে অক্ষম হইয়াছিল।

ডাহি। তাহাকে সংহার করিয়াছ ?

স। না। যুদ্ধ-বিরতকে কি বলিয়া সংহার করিব ? সৈনিক আমার শরণাপন্ন হইল। পরিচয়ে জানিলাম তিনি এক জন সেনাপতি।

ডাহি। সঞ্জীব! এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হলেম না। তুমি শত্রুর নিপাতে ব্রতী হইয়াছ। শত্রুর সহিত মিত্রতা করিতে ব্রতী হও নাই।

স। শত্রুর নিপাতে ব্রতী হইয়াছি—শরণাপন্নের না।

ডাহি। তুমি নরপ্রেতদিগের ব্যবহার জান না এজন্য একথা বলিতেছ। জান নীচাশয়েরা সতের অসৎ।

স। হোক্। রাজপুত শোণিত সজীব থাকিতে তাহারা কখন গর্হিত কর্ম্ম করিতে পারে না।

ডাহি। সঞ্জীব! জানিলাম আমাদের জয়ের আশা নাই। অসতের প্রতি সতের ব্যবহার যত অনিষ্টের মূল, এমন আর কিছুই না। মনে কর যদি দুরাচারেরা তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি কি পূর্ব্বকৃত অপমান বিস্মৃত হইয়া তাদের আশ্রয় দিবে ?

নেপথ্যে দুন্দুভির ধ্বনি।

স। মহারাজ! দুঃখিত হইবেন না। যে জন্য ভৈরবীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি তাহার সার্থকতা একজন

সৈনিকের প্রাণ সংহারে হইবে না। যে সেই অপমানের মূল, যখন তাহার মস্তক আনিয়া ও চরণে অর্পণ করিব তখনই সঞ্জীবের প্রকৃত বল বিক্রমের পরিচয় পাইবেন।

ডাহি। বৎস চিরজীবী হও। এখন সভাস্থলে আইস।

[প্রস্থান।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শৈলসুতার শয়নগৃহ।

শৈলসুতা।

শৈল। ভৈরবী কেন সে বিভীষিকা দেখালে। সে কথা মনে হলে যে হৃৎকম্প হয় মা। না, তা ভাবিবনা। স্বপ্নের কথা মিথ্যা। সঞ্জীবের কি মূর্ত্তি,—উজ্জ্বল, গম্ভীর সরল,—প্রেমপূর্ণ। পিতার ইচ্ছা ছিল আজই আমাদের দুইজনকে একত্রে দেখেন। হায়! এমন শুভ দিন কবে আসিবে, আমরা দুইজনে, একত্রে একাসনে,—পিতার নিকট বসিব। হৃদয় নাথ (গীত)।

সঞ্জীবের প্রবেশ।

সঞ্জীব তোমার সকল কথা শুনিয়াছি। বীরত্বের কথা শুনিতে আমি বড় ভাল বাসি। কিন্তু তোমার হস্তের স্থানে স্থানে ক্ষত দেখিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। শরীরের আর কোন স্থানে ত আঘাত পাও নাই ?

স। শৈল! তোমার জ্যোতির্ম্ময় মুখ দেখিয়া, সরল সম্ভাষণ শুনিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। যে আঘাত পাইয়াছি তাহা সামান্য ; সে জন্য চিন্তা করিও না।

শৈ। হৃদয়নাথ! শুভক্ষণে কাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয়েছিল, শুভক্ষণে দাসী তোমার চরণে আত্ম সমর্পণ করেছে। কাল যখন আমাকে পুষ্পোদ্যানে রাখিয়া যাও,—তুমি বুঝিতে পার নাই তোমাকে বিদায় দিতে দাসীর কত ক্লেশ হয়েছিল। পুষ্করিণীর চত্বরমণ্ডপে বসিয়া বসিয়া হর্ষ বিষাদে হৃদয় পরিপ্লুত হলো। ভাবিলাম যদি বালিকাকাল হইতে যুদ্ধ শিক্ষা করিতাম,—তুমি দাসীকে সেই অবস্থায় কখনই রাখিয়া যাইতে পারিতে না। রণে,—বনে, যথা ইচ্ছা তোমার সহিত বিচরণ করিতাম। সঞ্জীব আমার ইচ্ছা করে—

স। কি বল।

শৈ। ইচ্ছা করে পিতার অপমানের প্রতিকার করিতে তুমি যেমন ব্রতী হইয়াছ—আমিও সেইরূপ ব্রতী হই। আমি পুত্র সন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই—এ

দুঃখ তাঁর বড় দুঃখ। কন্যা হইয়া কি পুত্রের কায করা যায় না?

স। আমি তোমাকে রণ কৌশল শিখাইব। ভৈরবীর আরাধনা কর, অবশ্যই সফল হবে। কি ভাবিতেছ?

শৈ। আজ কএক দিন হতে ভৈরবী কেবল আমাকে বিভীষিকা দেখাইতেছেন। তাঁর অর্চ্চনায় এ জীবন অর্পণ—

স। কি বিভীষিকা?

শৈ। কত যে কি দেখান, তা কি বলিব। গত রাত্রে নিশাবসানে দেখিলাম, ভৈরবী ছিন্নমস্তা—উঃ গা কাঁটা দিয়া উঠ্‌ল—ছিন্নমস্তার রক্তস্রোত ঊর্দ্ধগামী হইয়া প্রবল বেগে মন্দির ভেদ করে শূন্য পথে উঠিয়া রাজ্য প্লাবিত করিতেছে—

স। শৈলসুতা একি কথা!—শুনিয়া যে আমার হৃৎকম্প হইতেছে।—তার পর কি বল।

শৈ। তার পর অল্পক্ষণ মধ্যে দেখিলাম এই পুরীর মধ্য দিয়া রক্তের নদী প্রবল বেগে বহিতে লাগিল,—পথ ঘাট রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। দেখিব না বলে, নয়ন মুদ্রিত করিলাম কে যেন চক্ষে আগুণ জ্বেলে দিলে—না সঞ্জীব আর বলিতে পারি না।

স। বল, চিন্তা কি—বুঝিলাম যবনরক্তে আলোর রাজ্য প্লাবিত হবে।

শৈ। কত লোকের মস্তক তাহাতে ভাসিতে দেখি-

লাম, তাহার সংখ্যা নাই। আমি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পিতার নিকট গেলাম, তাঁর উদ্দেশ পেলাম না,—মাতার নিকট গেলাম তাঁর ও উদ্দেশ পেলাম না। জয়া মা মা করে কেঁদে আকুল হলো। তার মুখের দিকে তাকাইতে আমার প্রাণ ফাটিয়া গেল (রোদন)।

স। চুপ কর। স্বপ্নের কথা মিথ্যা। তার পর কি বল।

শৈ। তার পর—তার পর—পিতার অনুসন্ধান করিতে গিয়া—সঞ্জীব কি বলিব,—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—গিয়া দেখিলাম সেই রক্তস্রোতে পিতা আমার ভাসিতেছেন (রোদন)।

স। চুপ কর। মহামায়ার মায়া কে বুঝিতে পারে? যে তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আরাধনা করে,—তিনি তাঁহাকে এইরূপ বিভীষিকা দেখান। ভক্ত ভয় পাইলে তিনি তাহাকে ত্যাগ করেন। তুমি মহামায়ার অর্চ্চনায় বিরত হোয়ো না। তিনি অবশ্য মঙ্গল করিবেন।

শৈ। সঞ্জীব! আমি যত বিভীষিকা দেখেছি,—এটীতে যে রূপ ভীতা হয়েছি বলিতে পারিনা। যখনই মনে হয়—

স। ও কথা মনে স্থান দিও না। এখন সভাস্থলে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা।

ডাহির, সুধীর, অরিন্দম ও অন্যান্য
সৈনিক ও সেনাপতিগণ।

সুধীর। মহারাজ স্বীয় দলবল বুঝিয়া সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুকে আহ্বান করিলে ভাল হয়। দুর্দ্দান্ত মুসলমানদিগকে পরাভব করা সামান্য সৈন্যের কর্ম্ম নয়। গত সংগ্রামে তাহারা কি না সিকস্তি করিয়াছিল।

ডাহি। তোমার পরামর্শ কি?

সু। আমার পরামর্শ অসমসাহসীর কর্ম্ম করিয়া শেষে অনুতাপ করিতে না হয়। জনশ্রুতি এই,—বহুসংখ্যক মুসলমান সেনা রাজ্যের উত্তরপশ্চিম এবং উত্তর ভাগ এককালীন গ্রাস করিয়াছে। আমাদের দুর্গে দুই সহস্র বই সেনা নাই।

ডাহি। যবনের শরণাপন্ন হতে বল?

সু। শরণাপন্ন হতে বলিনা।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্র, হা। (কৃতাঞ্জলি) মহারাজ মুসলমান দূত দ্বার দেশে দণ্ডায়মান।

ডাহি। আনায়ন কর। (প্র, হা প্রস্থান)

সু। এত অল্প সৈন্যে জয়ের আশা কি রূপে করা যাইতে পারে।

অরি। এরূপ নিরুৎসাহ বাক্য বলিবেন না। গত সংগ্রামেও এই অল্প সংখ্যক সৈন্য—হিন্দুস্থান যবন শূন্য করিয়াছিল।

দূতের প্রবেশ।

দূত। (পত্রদান) প্রত্যুত্তর আবশ্যক।

সঞ্জীবের প্রবেশ।

সুধী। (পত্র পাঠ)।

ভীরু!

সাবধান। আমি সসৈন্যে রাজ্যের অভ্যন্তর দেশে আসিয়াছি। যদি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হও,—রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন কর।

মহম্মদ বেন কাসিম।

ডাহির। কি স্পর্দ্ধার কথা!! এ নিতান্ত অসহ্য। সৈন্যগণ - সেনাপতিগণ—শুনিলে—নরাধম যবনের পত্রের মর্ম্ম শুনিলে। তোমরা দেশাভিমানী,—আত্মাভিমানী। কেবল তোমাদের বাহু বলের গুণে রাজপুত শোণিতের এত গৌরব। তোমরা অস্ত্রধারণে পরাঙ্মুখ হও—এখনি দেব-দুর্লভ ভুমি যবন স্রোতে ভাসিয়া যাইবে। যে দেশের হীনাবস্থা তোমরা সহ্য করিতে পার না,—সেই দেশ যবন পদতলে দলিত হইবে,—রক্ষা কর,—রক্ষা কর। তোমাদের

বল বিক্রম আশ্চর্য কর। বিশজন যবন তোমাদের এক জনের সমকক্ষ হইতে পারে কি না সন্দেহ। আলস্য ত্যাগ কর,—চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ;—তোমাদের চির অহঙ্কারের স্থান,—গৌরবের স্থল,—রাজপুতানা ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়। যাহারা পাদুকা বহনের যোগ্য নয় তাহারা তোমাদিগের পবিত্র শিরে পদাঘাত করিতে উদ্যত হয়, রক্ষা কর,—রক্ষা কর।

দূত। প্রত্যুত্তর পাইলে আমি বিদায় হই।

ডাহি। বল গিয়া,—অস্ত্রের দ্বারা ইহার সমুচিত উত্তর পাইবে।

[দূতের প্রস্থান।

সঞ্জীব। রাজপুতকুল-গরিমা বীরগণ! তোমাদের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে,—বক্ষঃস্থল স্ফীত হইতেছে,—কুঞ্চিত ভ্রূযুগল হৃদয় অভ্যন্তরস্থ ঘৃণার পরিচয় দিতেছে। জানিলাম, তোমরা বীরদর্পে উন্মত্ত হইয়াছ, মহারাজের অন্তরভেদী বাক্যাবলি তোমাদের অন্তরাত্মা বিদ্ধ করিয়াছে। এমন পামর কে আছে, যে স্বাধীনতা শূন্য হইয়া মুহূর্ত্তকাল আপনাকে সুখী জ্ঞান করিতে পারে? এমন নরাধম কে আছে—যে জীবন থাকিতে মাতৃ ভূমিকে উৎপীড়নকারীর হস্তে সমর্পণ করিতে চাহে। এমন পিশাচ কে আছে,—যে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সযত্ন না হয়;—যদি কেহ থাক—এমন ভীরু যদি কেহ থাক—মরিয়া যাও—আত্ম হত্যা হইয়া মর।

অরি। রাজপুত শোণিতে কখন ভীরুতা প্রবেশ করে নাই, করিবেও না। কৃতান্তের কোমল আবাসে আমাদের শয্যা। যদি প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, -বাসুকীর মস্তক হইতে পৃথিবী খসিয়া পড়ে,—আমাদের মন বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইবে না,—যেমন অচল, অটল, -স্থির,—সেইরূপই থাকিবে।

প্র, সেনাপতি। আর বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। সৈন্য দল বিভাগ করিয়া দিতে আদেশ হোক্।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি, হা। (কৃতাঞ্জলি) উত্তর-পশ্চিম বিভাগে যবন সৈন্যে দেশ সকল ছারখার করিতেছে। সেখানে যে সৈন্য তাদের গতি রোধার্থে নিয়োজিত ছিল,—তাহারা অগ্রগামী যবন স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

সুধী। কোথায় শুনিলে?

ডাহি। সত্য মিথ্যা জানিবার অবকাশ নাই। এই মুহূর্ত্তে একদল সৈন্য তথায় প্রেরণ আবশ্যক।

স। অনুমতি করুন এদাস এখনি যাইতে স্বীকার আছে।

ডাহি। উত্তম। কত সংখ্যক সৈন্য হইলে, নরাধম দিগকে সিন্ধু পারে রাখিয়া আসিতে পারিবে।

স। দুর্গে দুই সহস্র বই সৈন্য নাই—যাহা আদেশ করেন।

ডাহি। তুমি অষ্টশত সৈন্য লইয়া যাও –

স। যে আজ্ঞা (অভিবাদন)— [প্রস্থান।

ডাহি। উত্তর বিভাগে পঞ্চশত সৈন্য লইয়া যাইতে কে স্বীকার আছে।

অরি। দাসের প্রতি আদেশ হোক।

ডাহি। উত্তম। এই দণ্ডে যাও।

অরি। যে আজ্ঞা—(অভিবাদন)। [প্রস্থান।

ডাহি। বিরূপাক্ষ! তুমি সিন্ধুর পশ্চিম তীর সতর্কে রক্ষা কর গিয়া।

প্র, সেনাপতি। যে আজ্ঞা—(অভিবাদন)।

[প্রস্থান।

ডাহির। সৈন্যগণ তোমরা উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ দ্বারে সতর্ক থাক গিয়া—

[সৈনিকগণের প্রস্থান।

সুধী। এরূপ উৎসাহ দেখিয়া জয়ের আশা করা যাইতে পারে।

ডাহি। অন্যান্য কর্ম্ম আজ স্থগিত রহিল, সভা ভঙ্গের আদেশ দাও।

[নেপথ্যে স্তুতি পাঠ, দুন্দুভিধ্বনি]

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথমদৃশ্য।

শিবির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন।

বেন কাসিমের প্রবেশ।

বে, কা। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া মাত্র। তখনি বলিলাম সম্মুখ সংগ্রামে প্রয়োজন নাই। বীর ধর্ম্মানুযায়ী যুদ্ধে কি রাজপুত পরাভূত হয়! জাফের আলির, পরামর্শ শুনিয়া অন্যায় করিয়াছি। অনর্থক দুই হাজার সৈন্য নষ্ট করিলাম। যা হইয়াছে, চারা নাই। যখন স্বর্গীয় মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য এখানে আসিয়াছি, এতদর্থে যাহা করিব সমুদায় ন্যায় সঙ্গত। রাজপুতেরা সকলে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়াছে, এ অবস্থায় আর সম্মুখ সংগ্রামে কোন ফল দর্শিবে না।

রস্তম ও জাফের আলির প্রবেশ।

রস্তম। এখন উপায় কি, এবারও যদি নত মুখে প্রত্যাগমন করিতে হয়—তবে কি বলিয়া কালিফের নিকট মুখ দেখাইবে? কাফেরকে আত্মসাৎ করিতে পারিলাম না, মুসলমান কুলে এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হবে না।

জাফে। সত্য। কিন্তু মনে করুন——

বে, কা। তুমি যাহা বলিবে,—বুঝিয়াছি। কিন্তু আর তোমার পরামর্শ শুনিব না। তোমারই পরামর্শে এত সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে। সম্মুখ সংগ্রাম আর করিবনা।

যাকে। তবে কি করিতে চাহেন।

বে, কা। গুপ্তভাবে সৈন্যের দ্বারা নগর বেষ্টন করিতে চাহি।

রস্তম। উত্তম পরামর্শ। নহিলে কাফেরেরা যে রূপ অমিত বিক্রমী, জয়লাভ দুষ্কর হইবে।

বে, কা। এই বিস্তীর্ণ আলোর রাজ্য হস্তগত হলে সমুদয় হিন্দুস্থান হস্তগত হয়। নিশিতে নগর বেষ্টন করিয়া একেবারে চতুর্দ্দিক হইতে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে হইবে।

রস্তম। জাফের আলির মত কি ?

জাফে। যদি আমার মতানুসারে করা হয়, আমি ইহাতে অনুমোদন করিতে পারি না।

বে, কা। কেন ? যখন মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য, তখন সকল আপত্তি অগ্রাহ্য।

জাফে। তথাপি ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিতে হয়।

বে, কা। তুমি ধর্ম্ম ভীরু। কিন্তু জান,—ইহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে—আল্লার নিকট জবাবদায়ী হইতে হইবে।

জাফে। গর্হিত কর্ম্মের জন্যও তাঁহার নিকট জবাবদায়ী হইতে হইবে।

বে, কা। আমি তোমার কথা শুনিতে চাহি না। আমার যাহা বিবেচনা সিদ্ধ হইবে, করিব। তুমি আমার আদেশ পালনে স্বীকৃত আছ কি না?

জাফে। যদি ন্যায় সঙ্গত হয়।

বে, কা। যদি না হয়?

জাফে। স্বীকৃত নহি।

বে, কা। তুমি মুসলমান কুলের কলঙ্ক।

জাফে। কাসিম পুত্র! সাবধানে কথা কহিবেন।

রুস্তম। অনর্থক বিবাদ ত্যাগ করুন। রাজপুতেরা ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়াছে। এসময় বৃথা গোলমালে কালাতিপাত কখন উচিত হয় না।

কয়েকজন সেনাপতির প্রবেশ।

বে, কা। অদ্য নিশিতে গুপ্তভাবে সৈন্যের দ্বারা নগর বেষ্টন করিতে হইবে। কেমন, স্বীকার আছ?

সেনাপতিগণ। খোদাবন্।

বে, কা। রাত্রের মধ্যে অবরোধ ক্রিয়া সমাপন করিতে হইবে।

সে, প, গণ। খোদাবন্।

বে, কা। জাফের আলি! তুমি সম্মুখযুদ্ধ করিতে চাও? ভাল,—এক সহস্র সৈন্য লইয়া পূর্ব্বদ্বারে যাও; গিয়া শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধেই আহ্বান কর।

জাফে। স্বীকার আছি। কিন্তু——

বে, কা। আর কিন্তু কেন? আমার কর্ম্মের জবাবদায়ী আমি হইব। রস্তম, তোমরা চারি সহস্র সৈন্য লইয়া যাও। যাও,—আর বিলম্ব কি?

সকলে। আদাব।

[প্রস্থান।

বে, কা। জাফের দুঃখিত হইও না। যে ধর্ম্মের জন্য জীবন হস্তে করিয়া আসিয়াছি, তাহার অবমাননা করিব না। এখন চল, সৈন্যদল বিভাগ করিয়া দিতে হইবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হররমার শয়ন গৃহ।

(শায়িতা হররমা)

হর। ঊষাদেবি! তুমি বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হয়ে, উদয়াচল প্রসন্ন করে, জগতের সমুদায় অন্ধকার দূরীভূত করিতেছ। জীব জন্তু সকল নূতন নূতন জীবন পেয়ে, সানন্দে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। দেবি! আমার হৃদয়কন্দরের অন্ধকার দূর করিবার কি কোন উপায় নাই? কি হবে! মনের চঞ্চলতা ত কিছুতেই নিবারণ হয় না। শৈলসুতার স্বপ্ন! না তা ভাবিব না। আমি

বীরপত্নী, স্বপ্নে বিশ্বাস ভীরুতার লক্ষণ। কতবার,—এই হস্তে কতবার মহারাজের রণসজ্জা করে দিয়াছি, আজ কেন তাঁকে যুদ্ধে যাইতে নিষেধ করি; তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে কেন চেষ্টা করি! ভৈরবী মঙ্গল কর,—পাপ হৃদয় স্থির করিয়া দাও। মা আর যন্ত্রণা দিও না। (নয়নে অঞ্চলদান)।

রণবেশে ডাহিরের প্রবেশ।

ডাহি। হররমা! কাঁদিতেছ? এ বীরপত্নীর ধর্ম্ম নয়। স্মরণ কর তুমি রাজপুত মহিলা, ডাহিরদেশপতির সহধর্ম্মিণী। সামান্য স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করে, যুদ্ধ যাত্রা সময় অমঙ্গল চিহ্ন প্রকাশ করা তোমার উচিত হয় না। (হররমার নয়নে হস্তদান) চুপ কর। ভৈরবীর নিকট প্রার্থনা কর যুদ্ধে জয়লাভ করে, আমার হৃদয়বিদ্ধ শেলের উদ্ধার করি।

হর। জীবিত নাথ! আমার হৃদয় হুহু করিতেছে, জ্বলিয়া গেল। মনে করি পাপ কথা আর ভাবিব না। এত চেষ্টা করিলাম, ভুলিতে পারিলাম না। নাথ ক্ষমা কর, তোমাকে সে কাল সমরে যাইতে দিব না।

ডাহি। একি কথা প্রিয়ে! তুমি এরূপ করিবে জানিলে কখনই রণসজ্জা করে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতাম না। এক সময় যুদ্ধে বিরত দেখিয়া তুমি স্বয়ং আমাকে ভীরু বলেছিলে,—এক সময় রণক্ষেত্রে যাইয়া

স্বয়ং যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়েছিলে। এ সকলের কি এই পরিণাম হইল ? দুরন্ত যবনেরা একেবারে চারিদিক হইতে সমরঝটিকা উত্থাপিত করিয়া রাজ্য ছারখারে দিবার উপক্রম করিয়াছে,—আর আমি এখানে বসিয়া তোমার নেত্রজল মুছাইতেছি! ধিক্ আমার জীবনে,—ধিক্ আমার প্রণয়ে!

হর। নাথ! যদি যাও দাসীকে সঙ্গে লও।

ডাহি। আশ্চর্য্য! তোমার লজ্জা নাই! আবার যবন যুদ্ধে আমার সঙ্গিনী হইতে চাহিতেছ!

হর। তবে যদি যাও, আমাকে প্রাণে না মারিয়া যাইতে পারিবে না।

ডাহি। এ বিপত্তিকালে বিঘ্ন ঘটাইও না। আমি নিরুপায় না হলে স্বয়ং যুদ্ধে যাইতেছি না।

হর। এক উপায় আছে।

ডাহি। কি ?

হর। সন্ধি।

ডাহি। সন্ধি! যবনের সহিত সন্ধি! জিহ্বা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল। (যাইতে অগ্রসর)

হর। (হস্ত ধরিয়া) নাথ দাসীর অনুরোধ রাখিবে না। কি হবে! কি হবে! মেয়ে দুটির মুখ পানে চাবেনা।

ডাহি। এ রণোদ্যম ভঙ্গ করিতে তোমার বৃথা উদ্যম জান,—এ পাষাণ হৃদয় মায়ার বশীভূত নহে। আমার

আর বাধা দিও না। যবনের স্পর্দ্ধা ডাহিরের অসহ্য। আমি চলিলাম—(যাইতে অগ্রসর)

হর। (চরণতলে পতিত হইয়া) নাথ! যদি নিতান্তই যাবে, আর আমি প্রতিবন্ধক দিব না। একটু স্থির হয়ে এখানে বসো। (উভয়ের শয্যায় উপবেশন) ভৈরবী অবশ্যই মঙ্গল করিবেন।

ডাহি। প্রিয়ে এখন বিদায় দাও,—শত্রুর নিপাত করে আবার এই রূপে বসিব।

হর। নাথ! আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে,—ক্ষমা কর,—(রোদন),—মেয়ে দুটী—

ডাহি। আবার ঐ কথা!

হর। নাথ! আমার কথা শুনিবে না? চল না কেন আমিও যাই।

ডাহি। অন্যায় অনুরোধ আমি শুনি না। (গমন)

হর। (চরণতলে পতিত হইয়া) আর আমি প্রতিবন্ধক দিব না—আমার অপরাধ—

ডাহি। আর আমি তোমার কথা শুনিব না।

[হস্তে হইতে চরণ ছিন্ন করিয়া প্রস্থান।

জয়া ও দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

প্র, দা। দেবি! উঠুন। জয়া মা মা করে কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়েছেন। একবার কোলে করুন।

হর। (উঠিয়া জয়াকে ক্রোড়ে ধারণ) কেন মা, কান্না কেন?

জয়া। মা! আমি ঘুমিয়েছিলাম—কে যেন আমাকে বল্লে তোর মাকে মেরেছি,—বাবাকে মেরেছি,—এখন তোদের নিতে এসেছি।

হর। (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন ত সেই মায়ের কোলে বসে আছো।

জয়া। মা দিদি কোথায়?

হর। ভৈরবীর মন্দিরে। মায়ের আরাধনা কচ্চেন।

জয়া। আমি দিদির কাছে যাবো।

হর। এখন আমার কাছে একটু স্থির হয়ে বসো, তার পর যেও।

জয়া। হ্যাঁ মা বাবা অমন করে কোথায় গেলেন?

হর। এখনই আস্‌চেন। মন্দিরে যাবে? চল, আমিই রেখে আসি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দুর্গম বন সন্নিহিত পাদপাকীর্ণ ক্ষেত্র।

অশ্বারোহণে ডাহির, ও অরিন্দমের প্রবেশ।

ডাহি। অরিন্দম সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি উত্তরাঞ্চল হইতে যবনদিগকে দূরীভূত করিয়াছ।

দূরে ডঙ্কা ধ্বনি।

যাও শীঘ্র সৈন্যদিগকে এই দিকে আনয়ন কর। যবন দিগের বন অতিক্রমের আর বিলম্ব নাই। যাও, আর বিলম্ব করিও না। আমি এখানে অপেক্ষা করি।

[অরিন্দমের প্রস্থান।

পিশাচেরা কি ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে ?

দূরে ডঙ্কাধ্বনি।

দ্রুতবেগে অশ্বারোহী বেনকাসিমের প্রবেশ।

বে, কা। মহারাজ! এ বড় লজ্জার কথা। কখন শুনি নাই রাজপুতেরা যুদ্ধে ভয়ে পলায়ন করে। আপনি রাজপুতকুলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিলেন।

ডাহি। পামর! আমি তোর বিদ্রূপের পাত্র নহি।

বে, ক। আমাকে চিনেন নাই,—আমি কে?

ডাহি। চির-ক্রীত দাস।

বে, কা। মহম্মদের।

ডাহি। আমার নফরের।

বে, কা। শমন নিকটবর্ত্তী দেখিতেছি।

ডাহি। মৃত্যু হেতুই পিপীলিকার পালক উঠে।

বে, কা। পিপীলিকার ত পালক উঠেছে,—তোর সুন্দরী ভার্য্যার গতি কি হবে আমি তাই ভাবিতেছি।

ডাহি। কি বলিলি দুরাত্মা!! (অসি নিষ্কাশন)

বে, কা। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে অশ্ব ত্যাগ কর্। দেখি কেমন বীরত্ব—কেমন রণ কৌশল শিখিয়াছিস্।

(উভয়ের অশ্বত্যাগ,—যুদ্ধ, বেনকাসিমের পতন ও লম্ফ দিয়া উত্থান, —যুদ্ধ)।

[নেপথ্যে ডঙ্কা ধ্বনি।

যবন সৈন্যের প্রবেশ।

[সৈন্যগণের উভয়কে পরিবেষ্টন—রাজার অঙ্গে অসি আঘাত, রাজা ডাহিরের পতন]

ডাহি। অন্যায় যুদ্ধ—অন্যায় যুদ্ধ—ভীরু, পামর!

বে, কা। শত্রু নিপাতে আবার ন্যায় অন্যায় কি?

ডাহি। উঃ—বড় তৃষ্ণা!

বে, কা। একি!—মৃত্যু! জল দিব?

ডাহি। কি যবনের জল,—আমার অঙ্গ কেহ স্পর্শ করিস্ না। শৈল—সঞ্জীব—বড় তৃষ্ণা—

বে, কা। সঞ্জীবকে এখানে আনাইব?

ডাহি। যা—ও।

সসব্যস্তে সৈন্যসহ অরিন্দমের প্রবেশ।

অরি। নরাধম! এই কাজ—

ডাহি। অরি—তৃষা।

অরি। (কোষ হইতে জল লইয়া বদনে দান)

ডাহি। সঞ্জীব—কো-থা-য়।

অরি। এখন পূর্ব্বদ্বারে।

[মুসলমান সৈন্যের প্রস্থান।

ডা। এর—প্রতি—বিধান—কে—করি-বে—!

অরি। আমরা।

ডাহি। চির-জীবী-হও। জয়াকে—বিয়ে—করো। সঞ্জীবকে—বলো—তার—প্রতি—আর—কথা—কথা—যেন—মনে—থাকে।

বে, কা। মহারাজ এখন কি করি। সমুদায় রাজ্য হস্তগত হইবার আর বিলম্ব নাই।

ডা। না—না—য—বন স—ম্মুখে—না—না—না।

বে, কা প্রস্থান।

প্রিয়ে মরি—লাম—যে, —এস—এস—মরি—মরি—লাম। ভৈ—র—বী—মা। (মৃত্যু)

সকলের ক্রন্দন।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ দৃশ্য।

পূর্ব্ব দ্বার - অদূরে দুর্গম বন।

কতিপয় সৈন্যসহ সঞ্জীব দ্বারে দণ্ডায়মান.

রাশিকৃত শবদেহ পার্শ্বে অবস্থিত।

কতকগুলি যবন সৈন্যের প্রবেশ।

সঞ্জী। নরাধম! এখনও তোরা নিঃশেষ হইস্ নাই!

সৈন্যে সৈন্যে যুদ্ধ।

ধন্য—ধন্য বীরগণ, রাজপুতনার মুখোজ্জ্বল করিলে,—স্বর্গের উচ্চতম স্থান, অধিকারের যোগ্য হইলে। সার্থক জীবন বাহুবল—সার্থক।

একে একে যবনদিগের পতন।

জাফের আলির প্রবেশ।

জাফে। সঞ্জীর! আমার সমুদায় সৈন্য বিনাশ করিয়াছ, এই তরবারির দ্বারা ইহার সমুচিত দণ্ড দিতাম। কিন্তু এক সময় তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে। এজন্য তোমাকে কিছু বলিব না,—সঙ্গীদিগকে প্রেরণ কর।

স। জাফের আলি খাঁ! শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আমি জানিতাম না, যবন জাতি ধর্ম্ম ভয় করে।

জাফে। নিশ্চয় জানিও যবন অসতেরই অসৎ।

স। সতের অসৎ। এখন তোমার সহিত আমার সে সম্পর্ক নাই। ভীরু! যদি ভয় পাইয়া একথা বল, প্রস্থান কর--কিছু বলিব না।

জাফে। জানি তুমি বীর পুরুষ। কিন্তু এ বীরোচিতের কথা নয়। তুমি ভীরু বলিলে, এজন্য সহ্য করিলাম। অন্য হইলে তৎক্ষণাৎ শিরশ্ছেদন করিতাম।

স। বিক্রম থাকে কর,—একবার কেন শত শত বার বলিতেছি ভীরু, ভয় পাইয়া ধার্ম্মিক হইয়াছিস্।

জাফে। আর সহ্য হয় না। তবে সমুচিত ফল ভোগ কর। (উভয়ের যুদ্ধ।)

আর না। যথেষ্ট। এখন সঙ্গীদিগকে পাঠাও। উহারা জীবিত থাকিতে তোমার প্রাণ সংহার করিব না।

যুদ্ধ, একে একে সৈনিকগণের পতন।

আর অসি ধরিব না। (অসি দূরে নিক্ষেপ)

স। তবে পলায়ন কর্।

রস্তমখাঁর প্রবেশ।

জাফে। রস্তম! দুরাত্মাকে সমুচিত দণ্ড দাও। আমাকে অপমানের কথা বলেছে,—যাও,—অসি নিষ্কাশিত কর; —আমার মুখে কি দেখিতেছ?

রস্তম। এ কিসের লক্ষণ জাফের আলি!!

জাফে। এ ব্যক্তি আমার জীবনদাতা। আমি ইহার অঙ্গ স্পর্শ করিব না।

রস্তু। আয় কাফের——

উভয়ের যুদ্ধ। রস্তমের পতন—উত্থান, সঞ্জীবের পতন—উত্থান—যুদ্ধ।

জাফে। থাম—থাম—আর না—আর না।

সঞ্জীবের পতন।

একি! মৃত্যু! রস্তম শীঘ্র হাকিমকে আনয়ন কর।

রস্তমের প্রস্থান।

(কোষ হইতে জল লইয়া সঞ্জীবের বদনে দান) সঞ্জীব—সঞ্জীব! ভাই সত্য সত্যই কি মরিলে। সঞ্জীব যদি তোর মৃত্যু হয়, এ পাপাত্মা আর অসি ধারণ করিবে না। আজ হইতে এ মৃত্যুব্যবসা ত্যাগ করিলাম। তুই আমার জীবন রক্ষা করেছিলি, আমি তোর জীবন সংহার করিলাম। সঞ্জীবরে! বড় দুঃখ দিলি,—এ পাষাণবৎ হৃৎমর্ম্মে আজ বড় আঘাত লাগিল। কেন আমার রাগ বাড়ায়েছিলি——

রস্তম ও হাকিমের প্রবেশ।

রস্তম। একি জাফের আলি!

হাকি। (দেখিয়া) এখানে চিকিৎসা হবে না, তাঁবুতে লইয়া চল।

সঞ্জীবকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজসভাস্থ প্রাঙ্গন।

আলুলায়িতকেশা খড়্গধারিণী—

হররমা পার্শ্বে দাসীদ্বয়।

হর। আর রোদন বৃথা। উগ্রচণ্ডে, তুমি এই উন্মত্ত বেশে পৃথিবী লয় করেছিলে। চামুণ্ডি, তুমি এই নারী-বেশে দৈত্যকুল নিপাত করে, দেবতাদিগকে নির্ভয় করেছিলে,—এই নারীবেশে স্বয়ং প্রলয় কর্ত্তাকে ভয় দেখাইয়া বিহ্বল করেছিলে। জননি, তুমি অন্য মূর্ত্তি ধরিলে পারিতে, কিন্তু যখন নারীবেশে জগতের সমস্ত উৎপাত নিবারণ করেছিলে,—অবশ্যই এই পাপিনী নারীর অঙ্গে তোমার অংশ আছে। দেবি, তুমি এই বেশে এত কায করেছিলে,—আমি কি ক্ষুদ্র প্রাণী যবনের ধ্বংশ করিতে পারিব না। (ঊর্দ্ধদৃষ্টি) ভৈরবি আমার হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন ভিন্ন কর,—অন্তর্জ্জগৎ লৌহময় কর,—তোমার

বলে বলবতী কর। আমি আমার এই বৈধব্য দশার প্রতিকার করি।

প্র, দা। দেবি, জয়া—

অরিন্দমের প্রবেশ।

হর। এখান হতে যাও। আমি কাহারও কথা শুনিব না। মায়া বিসর্জ্জন দিয়াছি। যদি রণ ভূম হতে প্রত্যাগমন করি—

সুধীরের প্রবেশ।

সুধীর, আজ আমি মুখরা। আমার হৃদয়স্থ অগ্নি সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হয়ে আমাকে অগ্নিমূর্ত্তি করেছে। আমার দোষ গ্রহণ করিও না।

সুধী। (কৃতাঞ্জলি) জননি, ক্ষমা দেন।

হর। যখন যবন উচ্ছন্ন দিয়া প্রত্যাগমন করিব,—তখন তোমার মন্ত্রণা শুনিব। এখন না, অরিন্দম।

অরি। অনুমতি করুন।

হর। যে সব সৈন্য জীবিত আছে—সংগ্রহ করে আন—আর মহারাজের অশ্ব আনয়ন কর।

অরি। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

সুধী। জননি, ক্ষান্ত হোন। এ অসমসাহসে অমঙ্গল বৈ মঙ্গলের—

হর। কি অমঙ্গল! যাও—যাও—এখনি যাও;—এ প্রাঙ্গনে ভীরু থাকিতে পারেনা।

[সুধীরের প্রস্থান।

(ঊর্দ্ধদৃষ্টি) ভৈরবি, বিপদোদ্ধারিণি, মা, হৃদয় যে হুহু করে জ্বলে গেল। নির্ব্বাণ কর,—নির্ব্বাণ কর,—(ধ্যান)।

প্র, দা। একেবারে উন্মত্তা হয়েছেন, মন্ত্রীর প্রতি যে করে গেলেন—

দ্বি, দা। এ ত উন্মত্তার বেশ নয়। এ যে সর্ব্বনেশে বেশ। চোক দিয়ে, নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে, আগুণ বাহির হচ্ছে;—সর্ব্ব শরীর অগ্নিময়। এ ভীমমূর্ত্তির কথা পুরাণে শুনেছিলাম চক্ষে কখন দেখি নাই।

একে একে সৈনিকদিগের প্রবেশ।

প্র, দা। চল না কেন, জয়াকে এখানে আনি—

দ্বি, দা। না না, তা হয় না। এবেশ দেখিলে সে কেঁদে আকুল হবে। ভৈরবীর মন্দিরে আছে,—থাক্।

হর। (খড়্গ ঘূর্ণিত করিয়া) শয়তানি।—

[দাসীদ্বয়ের প্রস্থান।

সঞ্জীব মরিল!—শৈলসুতা!—সে কালামুখীর কথা ভাবি কেন—

সুধীরের প্রবেশ।

সুধীর,—শোন, বলি। ভয় কি! এদিকে এস।

সুধী। (কৃতাঞ্জলি) আজ্ঞা করুন। জননি, কি বলিবেন, বলুন ও রূপ দৃষ্টিতে চাহিতেছেন কেন?

সৈন্যসহ অরিন্দমের প্রবেশ।

হর। শোন বলি। যদি যুদ্ধক্ষেত্র হতে না ফিরি,—তবে জয়াকে তোমার নিকট রাখিবে। আর শৈলসুতাকে বিষ খাইয়ে মারিবে। মারিবে? বল।

সুধী। মা, এ দারুণ আজ্ঞা কেন করিলেন?

হর। কেন? তোমার জিজ্ঞাসার অধিকার নাই। যাহা বলিলাম—করিবে কিনা বল। (দূরে ডঙ্কা ধ্বনি)। পূর্ব্বদ্বারে কে আছে?

অরি। বিরূপাক্ষ।

হর। অশ্ব কৈ?

অরি। সজ্জিত করিয়া আনিতেছে।

হর। এই কি সমুদায় সৈন্য!

অরি। আরও আসিতেছে।

হর। বীরগণ, কি দেখিছ—নীরব অন্তরে!
রাজরাণী তোদের মা—ভিখারিণী আজি।
দুরন্ত যবন,—পুত্র, অন্যায় সমরে
আমার সর্ব্বস্ব নিধি, তোদের আশ্রয়
হরিয়াছে! কিন্তু দুঃখ করিনারে আর;
উপযুক্ত পুত্র তোরা—নিরখি ও মুখ
ডরিনা শমনে আমি যবন কি ছার।
ভুলিনু পতির শোক; এ বৈধব্য জ্বালা—
দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, নিয়তি সতত
দেয় রে আহুতি যাহে,—ভুলিনু এজ্বালা,—

এ বিষম জ্বালা পুত্র হেরিয়া তোদের।
জীবন-কুসুমদাম, যে কীটে কুরিছে
আয় পুত্র, বক্ষ চিরি দেখাই তোদের।
ভারত-পবিত্র-কুলে জনম লভিয়া
যবন পাদুকা শিরে করিবি বহন,
করিবি গোলামি তার, - গোলামের জাতি
বলি ঘোষিবে জগতে.—এ কলঙ্ক হায়!
ঘুরিবে সংসার পথে, হয়ে দীপ্যমান
চন্দ্র সূর্য্য যত দিন আসিবে যাইবে
অনন্তকালের স্রোতে ঘুরিতে ঘুরিতে।

দূরে ডঙ্কাধ্বনি।

অয়ি শুন ডঙ্কা ধ্বনি হইল আবার।
আইল যবন-কাল, গ্রাসিতে সত্বর
পুণ্যভুমি—স্বর্গ রাজ্য—দেববাঞ্ছা পুরী।
কি দেখিছ! এক দৃষ্টে! ধর তরবারি,
রাখহ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বীর পুত্রগণ।
ধর তরবারি। কি ভীকতা—কি ক্ষত্রিয়
হৃদয়ে ভীকতা, ছিড়ে ফেল্ হৃদ্‌মর্ম্ম
খাউক শৃগালে—লোকালয়ে দেখাস্‌নে
ও মুখ। লোপুক ক্ষত্রিয় নাম জগত
ভিতরে। না, না, না, ক্ষত্রিয়-কুল তিলক,—
আমার এভুল,—জ্বলন্ত পাবক-শিখা—
বীরতা লাঞ্ছন—অনর্গল বাহিরিছে

রক্ত চক্ষু দিয়া ;—তবে ধর তরবারি
রাখ দেশ—রাখ মান—দুরন্ত যবনে
সমূলে নির্ম্মূল করি। যাও—যাও চলি
বীরবৃন্দ বীরমদে মাতি,—গেল গেল
দেশ, হলো ছারখার,—যাও,—যাও রণে

[নেপথ্যে ডঙ্কা।

জীবন মরণ কম্প করিয়া অন্তরে।
আন অশ্ব, দাও অসি, যবনে নিপাতি
ঘুচাই এ জ্বালা,—নিবাই হৃদয় অগ্নি
এ জ্বলন্ত অগ্নি যদি পারিরে নিবাতে।

(জয় জয় শব্দে সৈনিকদিগের একে একে গমন)।

[অরিন্দম কর্ত্তৃক কবচ ও অসিদান, অশ্ব লইয়া এক জন সৈনিকের প্রবেশ]।

আনিয়াছ। ঐখানে রাখ। (বলগা ধরিয়া) সুধীর! তোমাকে যাহা বলিয়াছি করিও। এ দগ্ধ হৃদয় হতে যদি কোন অন্যায় কথা বাহির হয়ে থাকে, মনে করো না। তোমার সহিত যদি এইই শেষ দেখা হয় আমার জয়াকে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান দিও। (অশ্বারোহণ) ভৈরবি, মঙ্গল কর মা। [প্রস্থান।

সৈন্যগণ। জয় জয় মহারাণীর জয়—

প্রস্থান।

সৈন্য সহ অরিন্দমের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজান্তঃপুরস্থ-প্রাঙ্গন।

শৈলসুতা ও জয়া।

শৈল। ভৈরবি কি করিলে! মাগো তোমার আরাধনা করে কি এই পরিণাম হলো!

জয়া। দিদি তুই কাঁদ্‌ছিস্।

শৈল। না বোন্, কাঁদ্‌বো কেন।

জয়া। না, ঐ যে চোকে জল। (রোদন) দিদি আমায় মার কাছে নিয়ে চল।

শৈল। জয়ারে, আমার প্রাণ ফেটে গেল। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

বেগে দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

প্র, দা। এই যে,—এখানে। দুজনেই ধূলায় লুটাচ্চেন। কি হলো—কি হলো।

জয়াকে ক্রোড়ে ধারণ।

[দ্বি, দাসীর—শৈলকে সান্ত্বনা।

চুপ কর। তুমি ত ছেলে মানুষ নও—ঐ দেখ তোমার দিদি চুপ করেছেন।

জয়া। আজ আমাদের কি হয়েছে? আজ আমাদের

বাড়ী শূন্যময় কেন? ভৈরবীর মন্দির হতে এসে পর্য্যন্ত কাকেও দেখ্‌তে পাচ্চিনে কেন? যাকে না খুজেছি এমন জায়গাই নেই,—মা কোথায় গেলেন? আজ আমাদের কি হয়েছে?

শৈল। আজ আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। আর কি না—(দাসী কর্ত্তৃক মুখ বন্ধন)।

জয়া। দিদি অমন কচ্চেন কেন?

শৈল। জয়ারে, কাল আমরা রাজকন্যা ছিলাম—কাল আমাদের সকলই ছিল। আজ আমরা পথের কাঙ্গালিনী, আজ আমাদের কিছুই নাই।

[প্র, দাসী জয়াকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বি, দা। জয়ার কাছে কি অমন করে কাঁদিতে হয়?

শৈল। জয়ার কাছে যে কষ্টে চোখের জল নিবারণ করে রেখেছিলাম তা তোকে কি বলিব। পাছে জয়ার চক্ষে জল দেখিতে হয় এই জন্য কাঁদি নাই। পিতা মরিলেন—মাতা মরিলেন, ভরসা ছিল সঞ্জীব, সেও মরিল। দগ্ধ হৃদয়! এখনও জীবনের আশা মেটে নাই! এখনও বাঁচিবার ইচ্ছা! পুড়িয়া যে ছার খার হলে! আর কেন, হৃদয়, ফাটিয়া যাও। প্রাণ, বাহির হও,—হলেনা, এখনও হলেনা!

দ্বি, দা। স্থির হও। এত অধীর কেন?

শৈল। ভৈরবি, তোমার মনে এই ছিল মা? এই জন্যই কি সেই নিদারুণ বিভীষিকা দেখাইয়াছিলে। মা

তোমার মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ হয়েছে। আর কেন? এস,—লও,—দাসীকেও তোমার চরণে স্থান দাও। জীবিতনাথ! (দীর্ঘ নিশ্বাস) না—আর সয় না। রাক্ষসি এ বৈধব্য জ্বালা কেন দিলি,—কেন না অগ্রে আমার জীবন সংহার করিলি। আর সয় না, তোরা জয়াকে দেখিস্। জয়ার মুখ দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করেনা।

দ্বি, দা। চুপ কর। ও কথাকি—

শৈল। তুই যা,—আমার সাক্ষাৎ হতে যা। গেলিনে? যা, যদি ভাল চাহিস্ তবে যা। [দ্বি, দাসীর প্রস্থান।

(বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) সঞ্জীব এস,—দাঁড়াও আমার সম্মুখে দাঁড়াও—তোমাকে দেখিতে দেখিতে মরি, (নয়ন মুদ্রিত করিয়া ছুরিকা উত্থান) হাঁ—ঐ ভাবে দাঁড়াও।

শশব্যস্তে দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ ও হস্ত ধারণ।

দ্বি, দা। একেবারে উন্মত্ত!

জয়া ও প্রথম দাসীর প্রবেশ।

নেপথ্যে জয় ডঙ্কা, কোলাহল।

শৈল। এ কি শব্দ!

শশব্যস্তে অরিন্দমের প্রবেশ।

অরি। দেবি! সর্ব্বনাশ হলো।—সর্ব্বনাশ হলো!

[নেপথ্যে জয় ডঙ্কা, এলেল্লা।

আর রক্ষা নাই—রক্ষা নাই!!

শৈল। একি অরিন্দম!

অরি। বলিবার সাবকাশ নাই, শীঘ্র আসুন,—শীঘ্র আসুন,— ছারেখারে গেল—সব ছারেখারে গেল।

সকলের প্রস্থান।

[নেপথ্যে জয় ডঙ্কা এলেল্লা।

কয়েক জন সৈন্যের প্রবেশ।

প্র, সৈ। কৈ? সব ফাকি।

দ্বি, সৈ। ঐ দিকে দেখ্।

তৃ, সৈ। এত বড় পুরীটে—মেয়ে মানুষ নেই।

প্র, সৈ। তোরা এই দিকে যা,—আমরা উপর তালা দেখে আসি।

দ্বি, সৈ। এই বাড়ীর একটা মেয়ে মানুষ পেলেও যে হয়।

প্র, সৈ। যা,—যা; আর দেরি করিস্‌নে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবিড় বন—দূরে বৃক্ষতল—বেদিকা পার্শ্বে ছোট পর্ণ কুটীর। (কথঞ্চিৎ দৃষ্ট।)

শৈলসুতা, জয়া ও অরিন্দমের প্রবেশ।

অরি। কি দুর্গম বন! স্থানে স্থানে রাশীকৃত অন্ধকার। নিস্তব্ধ একাধিপত্য করিতেছে। কদাচিৎ স্খলিত পত্রের মর মর শব্দ,—কদাচিৎ বিহঙ্গমকুলের পক্ষ সঞ্চালন শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভা পাদপ সমূহের মধ্য ভাগে—দেখিতে দেখিতে,—উপরিভাগের পত্রের উপর বসিয়া—দেখিতে দেখিতে তাহাও বিলুপ্ত হলো—একি এত অন্ধকার!!

শৈ। অরিন্দম! কোথায় লয়ে যাও?

জয়া। দিদি আমাকে কোথায় আনিলে? আর যে কিছু দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আমি যাবো না, আমার বড় ভয় করে।

শৈ। ভয় কি বোন্—আমার কোলে এস (জয়াকে ক্রোড়ে ধারণ)।

অরি। দেবি! এ নিবিড় বনে কোন আশঙ্কা নাই।

শৈ। অরিন্দম! কাকে আশঙ্কা করিব? যখন পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন সমুদায়কে জন্মের মত বিদায় দিয়েছি—আর কাহাকে ভয়? শমন? আর শমনে ভয় করিনা। মৃত্যু—

অরি। দেবি! এ দারুণ কথা বলিবেন না। সঞ্জীব আপনার জন্য অস্থির হয়ে আছেন।

শৈ। কি বলিলে—সঞ্জীব জীবিত আছেন?

অরি। যবন শিবিরে কালান্তক সিংহ,—রুগ্ন, দুর্ব্বল হয়ে আছেন।

শৈল। যবন শিবিরে? বন্দী হয়ে?

অরি। বন্দী না। তিনি একজন উদার চরিত্র সৈন্যাধ্যক্ষের জীবন রক্ষা করেছিলেন, তাহারই আশ্রয়ে আছেন।

শৈ। অরিন্দম, তুমি এ ঘোর অন্ধকারপূর্ণ হৃদয়ে দীপ জ্বালিয়া দিলে। তোমাকে কি পুরস্কার দিব, পিতা মৃত্যু সময়ে তোমাকে জয়াকে গ্রহণ করিতে বলেছিলেন,—এই লও, গ্রহণ কর।

অরি। দেবি! ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করে যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পলায়ন করেছি—এ কলঙ্ক আমার মরিলেও যাবে না।

শৈল। তুমি না আসিলে আমাদের অবস্থা কি হতো ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। ঐ একটী কুটীর দেখা যায় না?

অরি। হাঁ ঐটীই গুরুদেবের আশ্রম, আসুন ঐ স্থানেই রাত্রি যাপন করি।

[গমন, কুটীর পার্শ্বে শৈল ও জয়ার উপবেশন।

গুরুদেব কৈ? তিনি কি বিপদ সমাকুল নগরীতে গিয়াছেন? হবে। দেবি, আপনারা নির্ভয়চিত্তে ঐ বেদিকায় শয়ন করুন। দাস প্রহরি-কার্য্যে এখানে রহিল।

জয়া। দিদি বড় ঘুম পাচ্ছে।

শৈ। তা ঘুমোও।

(শৈলসুতার উরুদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া জয়ার নিদ্রা)।

অরিন্দম, তোমার যুদ্ধ করে বড় পরিশ্রম হয়েছে, শয়ন কর। আমি জাগিয়া থাকিলাম—নিদ্রা আসিলে তোমাকে উঠাইয়া দিব।

অরি। দেবি! যুদ্ধ ক্ষত্রিয় অঙ্গের আভরণ——

শৈ। তা জানি। তোমাকে নিদ্রায় কাতর দেখে বলিতেছি, আমার কথা অগ্রাহ্য করো না।

অরিন্দমের শয়ন, নিদ্রা।

আবার বাঁচিতে সাধ হলো। সঞ্জীব, কে তোমার শুশ্রুষা করিতেছে? রুগ্ন অবস্থায় দাসীর জন্য কি ব্যাকুল হইতেছ। ভৈরবি, মা—

হঠাৎ আলোক—অন্ধকার।

একি! আবার একি মা! রাক্ষসি, এখনও তোর মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই!!

আলোক—অন্ধকার।

মা আর দুঃখ দিওনা। [আলোক—বৃক্ষোপরে গম্ভীর স্বরে—'শয়তানি'।] (ঊর্দ্ধদৃষ্টি) চক্ষু যে জ্বলে গেল— মা ও বিকট বেশে, বিকট দশনে কেন দেখা দিলে? জ্বলে গেল। (কৃতাঞ্জলি) মা এ বিভীষিকা কেন?

বৃক্ষ হইতে ডাকিনীর প্রবেশ।

ডাকি। কেন আবার—শয়তানি!!

শৈল। মা আমি কি অপরাধ করেছি!

ডাকি। কি অপরাধ শয়তানি! তুই ডাহির দেশ পতির কন্যা হয়ে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করেছিস্,—আমার আবাস স্থান কলুষিত করেছিস্;—শয়তানি!!

শৈল। আমি অবলা—কি করিব?

ডাকি। কি করিবি? প্রতি হিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!!

শৈল। কি বলিলেন,—প্রতিহিংসা! সে সাহস কৈ মা?

ডাকি। সাহস কৈ? তোর সতীত্বই তোর সাহস। যাহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিস,—তার প্রতি যদি তোর মন অচল থাকে,—তবে কিসের ভয়! সতীত্ব পরপীড়িত্ত হতে পারে আঘাতিত হয় না,—সতীত্ব আক্রান্ত হতে পারে পরাজিত হয় না।

শৈল। প্রতিহিংসা,—কি বলিলেন জননি, প্রতিহিংসা!

ডাকি। হাঁ! প্রতিহিংসা,—যদি ভয় না পাইয়া থাকিস্ তবে আয়, আমার সহিত আয়—

জয়া। দিদি ও কে—ওমা একি!! [অন্ধকার, ডাকিনীর অন্তর্ধ্যান।]

অরিন্দমের নিদ্রা ভঙ্গ।

শৈল। ভয় কি দিদি—এস, আমার সহিত এস।

অরি। দেবি, করেন কি! রাত্রি এখনও শেষ হয় নাই,—কোথায় যান।

শৈল। অরিন্দম, আমায় প্রতিবন্ধক দিওনা। যেখানে যাই পশ্চাৎ পাশ্চাৎ আইস।

সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বন মধ্যস্থ—পথ।

শৈলসুতার প্রবেশ।

শৈল। কোথায় আসিলাম, এ যে নগরীতে যাইবার পথ। নগরীর কি শোচনীয় অবস্থা! প্রভাত হয়েছে কোথায় ব্রহ্মচারীদিগের জয় জয় শব্দে বনস্থলী পূর্ণ হবে, পক্ষীগণ সানন্দে নীড় ত্যাগ করে, মধুর কণ্ঠে গীত গাইতে গাইতে ইতস্ততঃ ধাবিত হবে,—নগরের মন্দীভূত কোলাহল ধ্বনি আসিয়া পাদপ সমূহের পাতায় পাতায় লীন হবে,—না নিস্তব্ধ,—সর্ব্বত্র সকলই নিস্তব্ধ।

অরিন্দম ও জয়ার প্রবেশ।

অরি। দেবি আমার কথা না শুনে ভাল করেন নাই। ও পথে যাবেন না। বিপদ—

শৈল। কিসের বিপদ,—আমার সহিত এস।

[নেপথ্যে এই রে এই রে।

অরি। দেবি,সর্ব্বনাশ করিলেন—আর নিস্তার নাই।

সম্মুখ হইতে কতক গুলি যবন সৈন্যের প্রবেশ।

প্র, সৈ। তাইত—তাইত—তাইত বলি। এই বনের মধ্যে ছিলে,—ও সুন্দরি—

অরি। চুপ কর্ নরাধম! (অসি নিষ্কাশন প্রথম সৈনিকের প্রস্থান,—অপর সৈনিকের সহিত যুদ্ধ।)

অপরদিক হইতে প্রথম সৈনিকের প্রবেশ।

প্র, সৈ। ও সুন্দরি এদিকে একবার তাকাও আমি—আমি স্বর্গ কেমন দেখি।

অরি। কি দুরাত্মা! (অসি নিক্ষেপ)।

প্র, সৈ। উ-হু হু হু—মেরনা—মেরনা—

[পশ্চাৎ হইতে সৈন্যগণের অরিন্দমকে আক্রমণ

সম্মুখ হইতে কতকগুলি সৈন্যের প্রবেশ।

[অরিন্দমকে ধৃত—বন্ধন—অরির মুক্তি চেষ্টা।]

সুন্দরি গোলাম হাজির যে।

শৈল। দেখ্ পামর! (ছুরিকা প্রদর্শন)।

প্র, সৈ। ও বাবা—এর আবার রোখ দেখ।

দ্বি, সৈ। আর না, ধর—ধর।

শৈল। সাবধান—আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না।

ভূ, সৈ। যদি আমাদের সঙ্গে সহজে যাও কিছু বলিবনা।

শৈল। কোথায় ?

ভূ, সৈ। যেখানে নিয়ে যাব।

শৈল। চল।

শৈল, ও জয়াকে লইয়া সৈনিকগণের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজ সভা।

সিংহাসনে মহম্মদ বেন কাসিম।

রুস্তম খাঁ, সেনাপতিগণ, সৈনিকগণ,

পার্শ্বে গললগ্নীকৃতবাসা সুধীর দণ্ডায়মান।

বে, কা। আমার চির অভিলষিত আশা আজ পূর্ণ হইল। এ অপার আনন্দের সীমা কে করিবে ? হৃদয়ো-

চ্ছাস উথলিয়া নয়ন দিয়া নির্গত হইতেছে। সুধীর না তোমার নাম?

সু। আজ্ঞা হাঁ।

বে, কা। ভীত হইতেছ কেন?

সু। আজ্ঞা না।

বে, কা। ভীত হও নাই?

সু। আজ্ঞা হয়েছি।

বে,কা। তবে 'না' বলিলে কেন?

সু। আজ্ঞা আর বলিব না।

বে, কা। তুমি রাজার মন্ত্রী ছিলে। রাজা তোমার কথা শুনিতেন?

সু। আজ্ঞা না।

বে, কা। তোমার কে আছে?

সু। আজ্ঞা আমি আছি।

বে, কা। তোমার কে আছে?

সু। আজ্ঞা কেহ নাই।

বে, কা। কেহ নাই।—জল্লাদ।

সু। আজ্ঞা আছে।

বে, কা। কে আছে?

সুধী। আজ্ঞা আমার এক শালা আছে।

বে, কা। মেয়ে মানুষ কে আছে!

সু। আজ্ঞা আমার মামার শালী আছে।

বে, কা। রাজবাড়ীর কে কে আছে?

সু। আজ্ঞা আমি জানিনা।

বে, কা। জাননা!

সু। আজ্ঞা জানি, একজন সহচরী।

বে, কা। কোথায় আছে!

সু। আজ্ঞা ঐ পয়নালার মধ্যে বসে আছে।

সৈনিকগণের প্রস্থান।

বে, কা। রস্তম! কালিফের জানানা উপযোগী কোন স্ত্রীলোক ত পাওয়া গেলনা। বৃথা জয় করিলাম. ভোগ করিতে পারিলাম না। একটী সুন্দরী রমণী পাঠাতে পারিলে,—এই আলোর রাজ্য নিরাপদে ভোগ করিতে পারি।—ঐ যে, দুইটী ভুবনমোহিনী কামিনী আসিতেছেন। সুধীর জান,—কে ও দুটী?

সু। আজ্ঞা না।

শৈলসুতা, জয়া, সহচরী, পশ্চাৎ
সৈন্যগণের প্রবেশ।

বে, কা। সৈন্যগণ, তোমরা যে মহামূল্য রত্ন আনিয়াছ, উপযুক্ত পরিতোষিক পাইবে,—এখন স্বস্থানে যাও।

[সৈনিকগণের প্রস্থান।

তোমাদের আকার ও পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমরা রাজপুত্রী। রাজপুত্রি! স্থির পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলে কেন? নিম্ন দৃষ্টি হইয়া কি দেখিতেছ?

জয়ার সুধীরের নিকট গমন।

কোথা যাও!—এই খানে দাঁড়াও।

জয়া। (শৈলসুতার পশ্চাৎ গিয়া) দিদি ওকে? বাবার আসনে বসে ওকে! মন্ত্রী মশায় অমন করে দাঁড়িয়ে কেন? দিদি আমাকে ধর আমার গা কাঁপ্‌চে। (শৈল কর্ত্তৃক জয়ার হস্ত ধারণ)।

বে, কা। সুন্দরি তবু নয়ন তুলিবে না? এমন সৌন্দর্য্যে এত কঠিনতা! শুনিয়াছি রমণীর হৃদয়,—সরল—কোমল। সুন্দরি তাহার পরিচয় কি এই! প্রস্ফুটিত পুষ্প সৌগন্ধ প্রদানে বিরত!

রস্ত। খোদাবন্, কাতরোক্তিতে কোন হিন্দু মহিলা বশীভূত হয়েছে। উৎপীড়িতা না হলে ইহারা সহজে কথা কহে না।

বে, কা। কথা কও,—নহিলে অপমান হবে।

শৈল। আর অপমানের বাকী কি? যে যবন, পদতলে থাকিবার যোগ্য, সেই রাজা ডাহিরের সিংহাসনে,—আমরা তাঁহার কন্যা হয়ে সিংহাসন সমীপে অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছি—আর অপমানের বাঁকি কি!

বে, কা। এত স্বাধীন ভাবে কথা কহিও না। জান, কাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছ?

শৈল। অত্যাচারীর সম্মুখে।

বে, কা। কি সে অত্যাচারী দেখিলে!

শৈল। অন্যায় যুদ্ধে আমার পিতা মাতাকে হত্যা করিয়াছ।

বে, কা। অন্যায় যুদ্ধে! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা—অন্যায় যুদ্ধে!!

শৈল। কি ভয় দেখাইতেছ! ডাহিরের কন্যা ভীত হইবার মেয়ে নয়,—আবার বলিতেছি,—অন্যায় যুদ্ধে!

বে, কা। তোমার মরিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

শৈল। মরিব,—পিতৃমাতৃ হন্তার রক্তে স্নান করিয়া মরিব।

রস্ত। লক্ষণ ভাল নয়।

বে, কা। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তোমার সুকণ্ঠ নিঃসৃত বিষপূর্ণ বাক্যাবলি এতক্ষণ সহ্য করিয়াছি,—আর পারিনা।

শৈল। আবার ভয় দেখাইতেছ! রাজা ডাহিরের সিংহাসনে দুর্ব্বৃত্ত, পার্শ্বে তাঁহার মন্ত্রী,—দুর্ব্বৃত্তকে দেখিয়া গললগ্নীকৃতবাসা, আমরা তাঁহারই কন্যা! বন্দিনী হোয়ে দুর্ব্বৃত্তের সম্মুখে!—ভৈরবি এ বিষ দৃষ্টি আর সহ্য হয় না চক্ষু তুলিয়া ফেল, চক্ষে আগুণ জ্বালিয়া দাও।

প্র, সে। খোদবন্ এ ভাল লক্ষণ নয়। ক্ষত্রিয় শোণিত সামান্য জ্ঞান করিবেন না।

রস্ত। সত্য। কিন্তু মন্মথের শর ও কোমল অঙ্গে একবার বিদ্ধ হলে, এত তেজ সমুদায় জল হইয়া যাইবে।

জয়া। আমার দিদিকে রাগাচ্চ কেন? বাবাকে মেরেছ—মাকে মেরেছ, এর প্রতিফল পাবেনা বুঝি?

রস্ত। এটীকে দেখতে ত বালিকা বলে বোধ হয় না, কিন্তু কথা, হাব, ভাব সমুদয় বালিকার ন্যায়।

জয়া। আমি বুঝি বালিকা,—অরিন্দম বলেছেন আমায় বিয়ে করিবেন।

বে, কা। তোমার বিবাহ বসোরায় কালিকের সহিত হইবে।

শৈল। কি দুর্ব্বৃত্ত! জিহ্বা উপাড়িয়া ফেল,—যেন একথা মুখ হইতে আর বাহির না হয়।

বে, কা। শয়তানি, তোর শমন নিকটবর্ত্তী।

শৈল। শমন নিকটবর্ত্তী না হলে তোমার নিকট আসিব কেন?

বে, কা। আমার নিকট দয়ার আশা কর না?

শৈল। করি না।

বে, কা। মরিতে চাও?

শৈল। মারিয়া মরিতে চাই।

বে, কা। তোমার ভগ্নিকে কে রক্ষা করিবে।

শৈল। আগে ওকে মারিব, প্রতিহিংসা বৃত্তির চরিতার্থ করিব,—তবে আপনি মরিব।

বে, কা। আর এখনি যদি তোমার প্রাণ সংহার করি।

শৈল। তাহার উপায় আছে।

বে, কা। কি!

শৈল। (বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া) এই!

বে, কা। উহা দ্বারা কি করিবে?

শৈল। ইহা দ্বারাই অভিষ্ট সাধন করিব।

রত্তম। খোদাবন্দ—ক্ষান্ত দেন। দেখিতেছেন না,

রমণীর সমুদায় অঙ্গ প্রতিভা বিশিষ্ট। চক্ষু দিয়া যেন ঝলকে ঝলকে অগ্নি নির্গত হইতেছে। আর কিছু বলার আবশ্যক নাই। বসোরায় পাঠাইবার উদ্যোগ করুন।

* বে, কা। কেমন বসোরায় যাইতে স্বীকার আছ ?

শৈল। না যাই ত কি করিবে ?

বে, কা। কি করিব—শয়তানি! তোর সতীত্ব অপহরণ করিব।

শৈল। কি পামর! এত বড় স্পর্দ্ধার কথা!! কি আমি এখনও দাঁড়াইয়া আছি ? এখন ও পৃথিবী দ্বিধা হলেনা ? এখন ও আমার শিরে বজ্রাঘাত হলোনা!! সর্ব্বনাশি। এই সর্ব্বনাশের কথা শুনাইতে এখানে আনিয়াছিলি,—রাক্ষসি, তোর আরাধনা করে আমার এই সর্ব্বনাশ হলো! আমার পিতা মাতাকে গ্রাস করেছিস, --বাকী ছিলাম আমরা,—আমাদের দস্যুর হস্তে সমর্পণ করে এই লাঞ্ছনা দিলি.—আর না। আর আমি তোর কথা শুনি না। আয় জয়া—(জয়ার গলদেশে হস্ত দান, দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা উত্থান) আয়,—আয় আগে তোকে বিনাশ করি—

জয়া। ওমা দিদি এমন হলো কেন!

সহ। (হস্ত ধরিয়া) ওকি কর—কি কর।

শৈল। না,—আমায় প্রতিবন্ধক দিস্ না। আমি এখনই ওর প্রাণ সংহার করিব। দুর্ব্বৃত্তকে মারিব, না হয় এই ছোরা আপনার চক্ষে বসাইব।

বে, ক। ধর,—শয়তানীকে ধর,—রস্তম ঐ ছোরাখানা আগে কাড়িয়া লও।

রস্তম। (অগ্রসর হইয়া) না, এ অগ্নিমূর্ত্তির নিকট যাইতে কে সাহস করিবে।

বে, কা। কি আশ্চর্য্য!—এরূপ রমণীত আমি কখন দেখি নাই। কত কত অবলার সতীত্ব নষ্ট করিয়া চির-বশীভূত করিয়াছি,—কত শত দেশ রক্ত স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছি। এত বিক্রম, এত কৌশল, —একটী সামান্যা রমণীর নিকট পরাজিত হলো।

শৈল। সুধীর, তুমি ডাহিরের অন্নে প্রতিপালিত হও নাই? ডাহির কি তোমার এতই শত্রুতা করিয়াছিল। দস্যুরা অম্লান মুখে,—আমাকে যা ইচ্ছা বলিতেছে, আর তুমি কান খাড়া করিয়া শুনিতেছ! পুরুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে কেন? ধিক্ তোমার জীবনে। মরিবে না? জীবন কি এতই যত্নের বস্তু!

সুধী। আমি কি করিব? আমার কথা কে শুনিবে?

শৈল। তুমি কি করিবে! আমায় বলে দিতে হবে, তুমি কি করিবে! মরে যাও;—তোমার কথা কেহ শুনিবে না। পিশাচেরা আমার সর্ব্বনাশ করিতে চায়—আর তুমি সম্মুখে থাকিয়া বল,—আমি কি করিব! মরে যাও। তোমার মত লোকের মৃত্যুতে পৃথিবীর ভার কমে, দেশের মঙ্গল, জগতের মঙ্গল। মরে যাও! না হয় আমার হাতেই মর, (ছুরিকা উত্থান ও সহচরী কর্ত্তৃক ধারণ)।

বে, কা। না, ইহাকে বসোরায় পাঠান হবে না। আমি ভাল লক্ষণ দেখিতেছি না। শয়তানী আমার নিকটই থাক্।

রস্তম। খোদাবন্ স্ত্রীলোককে বশীভূত করিতে কত-ক্ষণ? আপনি কি জানেন না,—যে সব রমণী আপনার সেবায় নিযুক্ত আছে তাহারা প্রথমে কি ছিল, এখন তাহারা কি! আর এইরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীকে যদি তথায় প্রেরণ না করেন, আর কখন যে এরূপ রমণী পাওয়া যাবে এমন ভরসা নাই।

বে, কা। রাজপুত্রি, যদি সহজে যাইতে স্বীকার হও, রাজপুত্রীর ন্যায় ব্যবহৃত হবে। না স্বীকার হও, বিশেষ রূপে উৎপীড়িত হবে।

শৈল। দস্যুর কথায় বিশ্বাস হবে কেন?

বে, কা। কি! বিশ্বাস হবেনা! এত বড় কথা! আমার সাক্ষাতে শয়তানীকে খণ্ড খণ্ড কর। ধর—যাও,—আর না;—অনেক সহ্য করিয়াছি।

রস্ত। মুসলমানের যে কথা সেই কাজ। তোমার বিশ্বাসার্থ বলি—তুমি যাহা চাও সঙ্গে দিয়া পাঠান যাইবে।

শৈল। ভাল, স্বীকার আছি।

বে, কা। সুধীর, তুমি কোথায় যাবে?

সুধী। আজ্ঞা যেখানে আদেশ করেন।

বে, কা। যমালয়,—স্বীকার আছ?

সুধী। আজ্ঞা না।

বে, কা। যদি বাঁচিতে চাও,—মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইবে।

সুধী। আজ্ঞে আমাকে ছাড়িয়া দিন।

বে, কা। তোমাকে ছাড়িতে পারিনা। রস্তম ইহাদিগকে বজরায় পাঠাও।

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।



অরণ্য সন্নিহিত শিবির।

অরিন্দম, কতিপয় নগরবাসী।

অরি। কেন আমাকে প্রতিবন্ধক দিতেছেন? আজীবন যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহার রাজ্য ছারখারে গেল,—তাঁহার কন্যাদ্বয়কে আমার হস্ত হতে ছিন্ন করে লয়ে গেল,—আর আমি জীবিত আছি! উঃ কি পরিতাপ! যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই আমার মৃত্যু হইত,—ইহলোকে অক্ষয়কীর্ত্তি থাকিত, পরলোকে স্বর্গরাজ্যে স্থান হইত। আমি পাপাত্মা ভীরুতার কার্য্য করে আমার ইহলোক পরলোক দুইই কলুষিত করিলাম। যদি রাজ

পুত্রীদিগের উদ্ধারের চেষ্টায় আমার দেহ হইতে আত্মা বহির্গত হয়,—তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল। আমাকে প্রতিবন্ধক দিবেন না,—আমি কাহারও কথা শুনিব না।

প্র, ন। অরিন্দম, আমরা অকুল সাগরে ভাসিতে ছিলাম। তোমাকে পাইয়া কুলে উঠিয়াছি। এ বিপত্তি কালে যদি তুমি ছাড়িয়া যাও,—তোমার ঐ অসি দিয়ে আগে আমাদের বধ কর,—পরে যথা ইচ্ছা যাও—তোমাকে প্রতিবন্ধক দিবনা।

অরি। এ ভীরু কাপুরুষ হতে আপনারা কোন উপকার পাবেন না।

প্র, ন। না পাই,—না পাবো। তোমাকে দেখে যদি স্থির থাকি,—কেন তুমি ইচ্ছা করে তাতে বঞ্চিত কর।

সুধীরের প্রবেশ।

সু। আ বাঁচিলাম ;—কি সর্ব্বনাশ!——

অরি। কি মন্ত্রী মহাশয় কি হয়েছে?

সু। বলি, আগে একটু স্থির হই।

অরি। আপনার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে, কোন সর্ব্বনাশের কথা মুখে করে আসিয়াছেন।

সু। সর্ব্বনাশ ইহা অপেক্ষা পদে আছে। একটু খানি মেয়ে,—গুলা টিপলে দুধ পড়ে,—সে কিনা আমাকে কাটিতে আসে! বলে তুমি মরে যাও! কি স্পর্দ্ধা! আমি—তাই সহ্য করে আছি। অন্য হলে তখনি তাকে খণ্ড খণ্ড করিত।

অরি। কাহার কথা বলিতেছেন? কে আপনাকে এমন কথা বলিল?

সু। আমাকে বলে এমন ক্ষমতা আর কার? যখন সভাস্থলে আনিল, দুজনকে দেখে চক্ষের জল——

অরি। আপনি কি রাজপুত্রীদ্বয়ের কথা বলিতেছেন?

সু। হাঁ, তারা রাজপুত্রী নয়,—শয়তানী।

অরি। কি! সাবধানে কথা কহিবেন।

সু। এর আবার মুখ দেখ,—ভারি বীরপুরুষ! আর আস্ফালন করো না।

প্র, ন। মহাশয়, জনশ্রুতি এই,—আপনাকে মুসলমান করিবার জন্য—

সু। একি তোমাদের বিশ্বাস হয়? আমি রাজমন্ত্রী আমাকে কি তা বল্‌তে পারে?

দ্বি,ন। আপনাকে ধৃত করে সভাস্থলে নিয়ে গিয়েছিল—

সু। তা যাক্। অপমান ত করেনি।

দ্বি, ন। অপমানের বাঁকী কি রেখেছে। আপনাকে মুসলমান করিতে—

সু। (জিহ্বা কাটিয়া) না—না ও কথা বলো না। যবনেরা কিরূপে দেশ শাসন করিবে সেই পরামর্শ জানিবার জন্য আমাকে লয়ে গিয়াছিল।

অরি। আপনি কি পরামর্শ দিলেন!

সু। তোমার জানিবার আবশ্যক নাই।

অরি। আপনি রাজার মন্ত্রী ছিলেন, সেই জন্য আপ-

নাকে মান্য করিতাম, এখন আপনি তাঁর শত্রু,—আমরা শত্রুর মুখ দেখিতে পারি না। আপনি, তাই এখনও সহ্য করে আছি।

সু। সহ্য করে আছ? কি করিতে চাও!

অরি। (অসি নিষ্কাশিত করিয়া) মস্তকচ্ছেদন করিতে চাই।

প্র, ন। স্থির হও—স্থির হও।

অরি। এখন ও বলুন কি পরামর্শ দিয়াছেন!

সু। অরিন্দম তুমি যে নেহাত ছেলেমানুষ দেখি। তোমার কি এতে বিশ্বাস হয়?

অরি। আপনার স্বভাব গুণে বিশ্বাস হয়। যে দিকে স্রোত বহে সেই দিকে অঙ্গ চালিয়া দেন।

সু। স্থির হও—অত রাগ ভাল না। সকল কথাই বলিতে এখানে এসেছি।

অরি। রাজপুত্রীদ্বয়ের কথা কি বলিতেছিলেন?

সু। ক্রোধ শান্ত কর,—স্থির হয়ে এখানে বসো। আমাকে মুসলমান করিতে লইয়া গিয়াছিল সত্য। মুসলমান করিতেছিল এমন সময় জাফের আলির মোহর সম্বলিত সঞ্জীবের এক পত্র পাই। পামরেরা পত্র দেখিয়া আমাকে ছাড়িয়া দেয়। সঞ্জীব শৈলসুতার জন্য অস্থির হয়েছেন, তাঁকে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক। আমিত সেখানে যাইতে পারিব না। তুমি যাও।

অরি। আপনি রাজপুত্রীদ্বয়ের সংবাদ জানেন?

সু। জানি।

অরি। আপনারা তবে সায়ংসন্ধ্যা করুন গিয়া। —আসুন পথে যাইতে যাইতে শুনিব।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৃক্ষসমাচ্ছন্ন তাম্বু।

জাফেরআলি ও সঞ্জীব।

স। সিংহ হইয়া শৃগালের ন্যায় থাকিতে হইল! সঞ্জীবের দেহে জীবন থাকিতে, রাজার মৃত্যু রাণীর মৃত্যুর কথা এপাপ কর্ণে প্রবেশ করিল। শৈলসুতার কোন সংবাদই পাইলাম না। জাফের আলি, তুমিই আমার এত যন্ত্রণার মূল; কেন আমাকে বাঁচাইয়াছিলে?

জা। কালচক্রে রাজা রাণীর মৃত্যু, সে জন্য শোক করা বৃথা।

স। কালচক্রে! যদি অন্যায় যুদ্ধে রাজার মৃত্যু না হইত, তবে দেখিতে যবন শোণিতে দেশ প্লাবিত হইয়া যাইত। আবার, অবলা নারীর সহিত যুদ্ধ! একি বীরপুরুষের ধর্ম্ম, না কাজ? যবনের বীরত্বে ধিক্।

জা। যবন শিবিরে থাকিয়া, যবনের বীরতাকে ধিক্কার দিতেছ,—আমি তোমার অনেক কথা সহ্য করিয়াছি—অন্যে করিবে কেন ?

স। তুমি কি,—অন্যেই বা কি!

জা। সঞ্জীব, তোমাকে কি চক্ষে দেখিয়াছি, বলিতে পারি না। তোমার জন্য আমি বেনকাসিমের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছি। আমার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কর্ম্ম করিতেন না। এখন সম্ভাষণও ক্লেশকর জ্ঞান করেন। করুন—আমি সে জন্য দুঃখিত বা ভীত নই। কিন্তু ভয়, পাছে কাসিম তোমাকে কিছু বলেন।

স। তোমার সে ভয় করিতে হবে না। সঞ্জীবের অপমান, সঞ্জীব প্রতিকার করিবে। যখন বাঁচিয়াছি,—রাজা রাণীর মৃত্যুর প্রতিবিধান না করে সঞ্জীব মরিবে না।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ। আদাব (পত্রদান)।

জা। (পত্র পাঠ)।

জাফের আলি!

তুমি কাফেরের সহিত মিত্রতা করিয়া হিন্দুস্থানে মুসলমান প্রভুত্বের আশা ত্যাগ করিয়াছ। সভাস্থলে উপস্থিত হইতে বলিয়াছিলাম, হও নাই। অন্যে এরূপ করিলে প্রাণ দণ্ডের আদেশ আছে। কিন্তু তুমি আমার শাসন বহির্ভুত। কালিফের নিকট লিখিলাম জবাব দায়ী হইও।

মহম্মদ বেনকাসিম।

(প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠ)

কাসিম পুত্র! আপনি কালিকের নিকট আমার মিত্রতার কথা লিখিয়াছেন শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু যদি লিখিয়া থাকেন, হিন্দুস্থানে মুসলমান প্রভুত্বের আশা ত্যাগ করিয়াছি,—সময়ে ইহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে।

জাফের আলি খাঁ।

ঈস। (পত্র পাইয়া) আদাব। [প্রস্থান।

স। তোমাকে কি জ্ঞান করিব?

জা। বন্ধু।

স। তুমি হিন্দুস্থানে মুসলমান প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চাও, তোমাকে বন্ধুজ্ঞান করিব?

জা। বন্ধু জ্ঞান করিবে। ঈশ্বর আমাকে মুসলমান ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য এখানে পাঠাইয়াছেন,—আমি তাঁর আজ্ঞা অবহেলা করিতে পারি না।

স। ধর্ম্ম বিস্তারের জন্য পাঠাইয়াছেন,—প্রভুত্ব কেন?

জা। ধর্ম্ম প্রভুত্ব দুইই।

স। তবে তুমি বন্ধু নও।

জা। অন্যের না হতে পারি—তোমার।

সৈনিক বেশে সহচরীর প্রবেশ।

(অভিবাদন পূর্ব্বক সঞ্জীবের হস্তে পত্র দান,—সঞ্জীবের পত্র পাঠ) তুমি কে?

সহ। আমি সৈনিক।

জা। কাহার অধীনের সৈনিক?

স। একটী স্ত্রীলোক।

জা। স্ত্রীলোক? ঐ আসনে উপবেশন কর। কোথা হইতে আসিয়াছ?

স। একি! কি হলো! এই পরিণাম! রাজপুত্রীর সহিত প্রণয়ের এই পরিণাম! আমি জীবিত থাকিতে! কি! আমি জীবিত থাকিতে।

জা। পত্রের মর্ম্ম শুনিতে পারি?

স। কেন আমার মৃত্যু হলো না—এ নরক যন্ত্রণা ত সহ্য করিতে হতো না। শৈল, তুমি আত্মঘাতিনী হইয়া মর। তুমি না জানিয়া তোমার নির্ম্মল, পবিত্র, অমূল্য প্রণয় হার এই নরাধম কাপুরুষের গলে দিয়াছিলে, এখন তাহার প্রতিফল ভোগ কর।

জা। সঞ্জীব, এ হতাশ বাক্য কেন। পত্রের মর্ম্ম জানিতে পারি?

স। (পত্র দিয়া) গুরুদেব, তুমি কি এই জন্যই শৈল সুতার পাণি গ্রহণে অমত দিয়াছিলে! ওঃ—আর সহ্য হয় না। জাফের আমার অসিচর্ম্ম দাও,—আজ হয় পৃথিবী যবন শূন্য করি,—না হয় শৈল-সঞ্জীব নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত করি।

জা। স্থির হও,—পত্রে জানিলাম, তিনি সামান্যা রমণী নন।

স। সে দস্যু—দুর্ব্বৃত্তের নিকট নয়।

জা। চুপ কর। রাজপুত্রী তোমাকে কোপান্বিত হইতে নিষেধ করিয়াছেন, তুমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলে না। তিনি বসোরায় প্রেরিত হলেন,—উত্তম। এখানে থাকিলে অত্যাচারের সম্ভাবনা থাকিত, সেখানে তা হবে না।—রাজপুত্রীর সহিত কতগুলি পরিচারিকা আছে?

সহ। আট জন।

জা। তাঁহার কোন কষ্ট হইতেছে না ত?

সহ। না। পত্রের উত্তর পাইলে আমি বিদায় হই।

স। (পত্র লিখিয়া পাঠ)

শৈল! তুমি যবন-গৃহবাসিনী হইলে শুনিয়া আমি এখানে বসিয়া থাকিলাম। তোমার প্রণয় অপাত্রে ন্যস্ত। তুমি মর, আমিও মরি।

জা। দেখি পত্র (লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া) এ সময়ের কি এই কথা! বাহ্যজ্ঞান শূন্য!—তুমি যাও, পত্রে প্রয়োজন নাই। [সহচরীর প্রস্থান।

রাজপুত্রীদ্বয়কে উদ্ধার করিয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তা হলে কালিকের বিষ নয়নে পড়িব। তাঁহার জন্য কোন চিন্তা করো না।

অরিন্দমের প্রবেশ।

স। অরিন্দম, তুমি জীবিত থাকিতে—আমি জীবিত থাকিতে এই সর্ব্বনাশ!!

অরি। কি সৃঞ্জীব! (পত্র গ্রহণ ও পাঠ)।

(পত্র বাহিকা সৈনিক নয় সহচরী।)

হৃদয়নাথ!

তুমি অসুস্থ। তোমার যিনি শুশ্রুষা করিতেছেন তিনি আমার বড় প্রিয়। আমি তাঁহার নিকট চিরকালের জন্য ঋণী। পত্রের নিম্নভাগ পড়িলে তোমার ক্রোধানল উদ্দীপ্ত হইবে, তাহাতে অসুখ বৃদ্ধি হইবে। নাথ, মিনতি করিয়া বলিতেছি পত্রখানি স্থির হইয়া পাঠ করিও। যদি আর সময় পাইতাম, কি সম্ভাবনা থাকিত, এ সময় তোমাকে এ দারুণ কথা লিখিতাম না। আমি ভৈরবী কর্ত্তৃক শত্রু হস্তে নিপতিত হইয়াছি, এখন বসোরায় প্রেরিত হইলাম। তোমার চরণে দাসীর অচল মতি, কেহ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখি, জয়াকে মারিব, আমি মরিব। তুমি সুস্থ হইলে বসোরায় যাত্রা করিও—সেখানে গিয়া যদি আমার উদ্দেশ না পাও, শুনিবে শৈলসুতা পৃথিবীতে নাই। আমি রাজপুত্রীর ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছি। আপাততঃ কোন চিন্তা নাই। অরিন্দমের সংবাদ আবশ্যক।

তোমার শৈলসুতা।

জা। আমার কালিফের সহিত সাক্ষাৎ আবশ্যক। যদি বসোরায় যাও, আমার সহিত যাইও। রাজপুত্রীর জন্য চিন্তা করিও না। তিনি সাধ্বী সতী। সতীর জয় সর্ব্বত্র।

অরি। তোমার সহিত কতকগুলি কথা আছে।

স। বল। গোপনীয় কথা ? ভাল, তবে অন্তরালে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য। (বসোরা)।

কালিফের কেলি গৃহ।

শৈলসুতা ও দুটী দাসীর প্রবেশ।

প্র, দা। কাঁদিলে কি হবে ? চুপ করুন। কালিফের হাত হতে নিস্তার পাওয়ার কোন উপায় নাই।

দ্বি, দা। এই খানে বসুন। কালিফ আসিলে কোন কথা না কয়ে অনবরত কাঁদিবেন, তা হলে অন্ততঃ আজকের জন্য অব্যাহতি পাবেন। আমরা এখন বিদায় হই।

[দাসীদ্বয়ের প্রস্থান।

শৈল। বৈরিণী! আমাকে প্রতিহিংসায় নিয়োগ করে শেষে এই সর্ব্বনাশ করিলে! কাল যখন এ সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম, তখনি ত আত্মহত্যা হইতেছিলাম.

কেন তুমি রক্ষা করে আমার এই সর্ব্বনাশ করিলে! মা তুমিই ত বলেছিলে 'তোর সতীত্বই তোর সাহস'। কেন আর সে সাহস নাই। সঞ্জীবের চরণ হতে কি হত-ভাগিনীর মন বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েছে? সেই সন্তাপ নাশন চরণযুগল তাপিনীর হৃদয় হতে কি অনুমাত্র বিচ্যুত হয়েছে? সে স্নিগ্ধকর মূর্ত্তি কি এক মুহর্ত্তকাল অন্তর ছাড়া করেছি? মা, তবে কেন সে সাহস নাই? জননি, তোমার বলেই ত বলবতী হয়ে শত্রু হস্তে আত্ম সমর্পণ করেছি। তার পরিণাম কি এই হলো? কি হবে! আমি যে হৃদয় অন্ধকার দেখিতেছি সংসার হতাশময় বোধ হতেছে। আমার পিতা মাতার নিকট যাইতে আর বাধা দিওনা। জয়াকে তুমি রক্ষা করো। সে যে দিদি দিদি করে পাগলিনী,—তার কান্না শুনে সান্ত্বনা করে সংসারে যে এমন কেহ নাই মা। সঞ্জীব, তুমি দাসীকে ভুলিয়া যাও। আমি প্রতিহিংসার্থ নিয়োজিত হয়ে তোমার মন বেদনার কারণ হইলাম, নরকেও আমার স্থান হবেনা। হায় কেন তোমার জন্য পাগলিনী হয়েছিলাম,—কেন আমার এ কুবুদ্ধি হয়েছিল। পর জগতে কি তোমাকে দেখিতে পাবো? সেই রূপ করে তোমার কর ধারণ করে, এ দগ্ধহৃদয় কি সুশীতল হবে? (বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির) মাগো—আয়, তোর শৈল আজ তোর নিকট চলিল। (ছুরিকা উত্তোলন) সঞ্জীব—(ধ্যান)—সঞ্জীব, এ চরমকালে কি তুমিও নিদয় হলে? ভৈরবী—মা—

ডাকিনীর প্রবেশ।

ডাকি। কি শয়তানী—আবার কি!

শৈল। মাগো আমি যে কেবল হতাশময় দেখিতেছি। মনকে এত উত্তেজনা করিলাম, মন যে কিছুতেই উত্তেজিত হলো না।

ডাকি। না হোক্—ভয় কি। প্রতিহিংসার জন্য তোকে এখানে এনেছি। তোর দ্বারাই তা চরিতার্থ করিব। আমাকে দেখে ভয় পাইয়াছিস্?

শৈল। না মা।

ডাকি। তবে থাক্, তোর কোন চিন্তা নাই, কালিক আসিতেছে আমি পার্শ্বে দাঁড়াই।

কালিকের প্রবেশ।

কালি। একি! ক্রন্দন করিতেছ?—এ কেমন কথা।

দাসীদ্বয়ের প্রবেশ।

এই স্থির সৌদামিনীর বেশ ভূষা করে দাও নাই কেন?

প্র, দা। উনি এখানে এসে পর্য্যন্ত বেশ ভূষা করেন নাই।

কালি। কেন করেন নাই? এখানে আসিতে অস্বীকৃতা ছিলেন?

প্র, দা। না।

কালি। তবে বেশভূষা করেন নাই কেন? আর রোদনই বা কেন?

প্র, দা। আমরা জিজ্ঞাসা করিলে আরও রোদন করেন।

কালি। সুন্দরি, তোমার রোদনের কারণ কি বল। এখনি তাহার প্রতিকার করিব।

শৈল। (কাঁদিতে কাঁদিতে) আপনি পবিত্র—ধর্ম্ম-পালক—আমি বিধর্ম্মিণী—আপনার যোগ্যা নই। আমাকে ত্যাগ করুন,—আমি মরিব। বেনকাসিমের অত্যাচার এ জীবনে সহ্য হয় না।

কালি। কি অত্যাচার?

প্র, দা। খোদাবন্, স্ত্রীলোকের উপর আর কি অত্যাচার হতে পারে? ইহার সতীত্ব—

কালি। তোমার সতীত্ব অপহরণ করেছে। পাপাত্মা তোমার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে! পাপিষ্ঠ—নফর হইয়া এই কাজ! দুরাত্মা ইহার সমুচিত ফল ভোগ করিবে। দুরাচার আমার সকল আশা বিফল করিল! ইহাকে আবাস স্থানে লইয়া যাও। নফরের উচ্ছিষ্ট—আমি স্পর্শ করিব না।

প্রস্থান।

দ্বি, দা। আজ্‌কের মত অব্যাহতি পেলেন।

প্র, দা। রাজপুত্রি উঠুন। একি! সংজ্ঞাশূন্য যে, রাজকুমারী?—রাজকুমারী?

শৈ। কি!—আমি কোথায়?—এখানে কেন? জয়া কোথায়?—ভৈরবী—একি মা,—ও রূপ দশনে হাসিতেছ

কেন? —হাস—হাস—দেখি—দেখি—আবার হাস—আবার দেখি,—নয়ন সার্থক হলো—ওকি মা—দেখাও—দেখাও—

প্র, দা। রাজপুত্রি, এরূপ প্রলাপবাক্য বলিতেছেন কেন?

শৈল। ওকি মা!—হাতে ও কার মস্তক? পিতৃহন্তার? কোথায় পাইলে?—দেখাও—দেখাও—দেখি—দেখি। কোথায় পাইলে মা?—হাস—হাস—দেখি। দাঁড়াও—দাঁড়াও—নাচ—নাচ—দেখি—দেখি—নয়ন সার্থক হলো—জীবন সার্থক হলো। দাঁড়াও—দাঁড়াও—দেখি—আবার দেখি—হাস—হাস—নাচ—নাচ—দাঁড়াও—দাঁড়াও—দাঁড়ালে না—দাঁড়ালে না (পতন, মূর্চ্ছা)।

দাসীদ্বয় কর্ত্তৃক ব্যজন।

(মূর্চ্ছান্তে) জয়া কোথায়? আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃক্ষতল

পার্শ্বে টাইগ্রিস নদী

সম্মুখে পুষ্পোদ্যান—দূরে রাজবাটী।

সঞ্জীব।

সঞ্জী। কেন আমি মরিলাম না। কেন আমি শৈলর আশায় বসোরায় আসিলাম। তিনি পাপ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। নহিলে জাফের অবশ্যই সংবাদ দিতেন। দগ্ধপ্রাণ, ফাটিয়া বাহির হও—আর কেন? শৈল, তুমি স্বর্গে গিয়াছ। পর জগতে কি তোমাকে পাইব? আমি তোমার পিতৃহন্তার মস্তক লইয়া তোমার নিকট যাইব,—আমাকে ভুলিও না। আর এখানে কেন?—প্রতিজ্ঞা সফল করিতে যাই (গমন)। না তা ভাবি কেন? সে জ্বলন্ত মূর্ত্তিকে কে উৎপীড়ন করিতে সাহস করে? সে নির্ভীক-চিত্তকে, কে ভয় দেখাইয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে? সে উদার স্বভাব কে কলঙ্কিত করিতে পারে? আমি কাপুরুষ,—তাঁর উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়া চোরের ন্যায় এখানে বসিয়া আছি।

অসিচর্ম্মধারিণী দুইটী রমণীর প্রবেশ।

তোমরা কে? রমণীর বেশ,—অথচ অসি চর্ম্ম হস্তে কে তোমরা?

প্র, র। পরিচ্ছদে আপনাকে বিদেশী বলে বোধ হতেছে। যদি ছদ্মবেশী না হন পরিচয় দিন।

সঞ্জী। আমার পরিচয়ে প্রয়োজন?

প্র, র। প্রয়োজন না থাকিলে জিজ্ঞাসা করিব কেন? আপনি কোথা হতে আসিতেছেন?

স। হিন্দুস্থান হইতে।

প্র, র। নাম কি বলুন।

স। আমার নামে আবশ্যক?

প্র, র। আবশ্যক আছে, বলুন।

স। সঞ্জীব। তোমরা কে? কি জন্য এখানে আসিয়াছ?

প্র, র। আমরা অন্তঃপুর পরিচারিকা,—রাজকুমারী পাঠাইয়াছেন।

স। রাজকুমারী! ডাহির দেশপতির কন্যা! জীবিতা আছেন!

প্র, র। জীবিত আছেন। কল্য সমস্ত রাত্রি আমরা এসব অঞ্চল তন্ন তন্ন করে দেখেছি।

স। আমার আগমন সংবাদ কোথায় পাইয়াছিলে?

প্র, র। তা আমরা জানিনা। কাল আমরা একার্য্যে নিয়োজিত হয়েছি।

স। তিনি কি অবস্থায় আছেন?

প্র, র। তিনি রাজপুত্রী, রাজপুত্রীর ন্যায় আছেন। আমরা যতক্ষণ না ফিরি, অন্যত্র যাবেন না। যাবেন না ত, বলুন?

স। না, যাবো না। [রমণীদ্বয়ের প্রস্থান।

বলিতে বলিতে অদৃশ্য! আমার মুখের কথা মুখেই থাকিল। কি আশ্চর্য্য! হৃদয় আশ্বস্ত হও, শৈল জীবিতা আছেন। কিন্তু উদ্ধারের উপায় কি? (ইতস্ততঃ ভ্রমণ— চিন্তা) রমণী কি জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেল।

প্রথম রমণীর পুনঃ প্রবেশ।

প্র, র। সেনাপতি মহাশয় এক মনে কি ভাবিছেন?

স। তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব?

প্র, র। আমাকে সুন্দরী বলে ডাকিবেন।

স। তোমার নাম কি সুন্দরী?

প্র, র। আমার নাম সুন্দরী নয়। আমাকে যে সুন্দরী বলে ডাকে আমি তাকে বড় ভালবাসি।

স। সুন্দরি, তুমি রাজপুত্রীর পরিচারিকা। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব অবশ্যই বলিতে পারিবে। কালিক তাঁহার উপর ত কোন অত্যাচার করেন নাই?

প্র, র। বুঝিলাম, আপনি রাজকুমারীর চরিত্রে সন্দেহ করিতেছেন। পুরুষের মন! বিচিত্র কি!—

স। তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কোন উপায় আছে?

প্র, র। আছে। আপনার অন্তঃপুরে যেতে হবে।

স। (ইতস্ততঃ বিচরণ)—আর কোন উপায় আছে?

দ্বিতীয় রমণীর সহিত শৈলসুতার প্রবেশ।

প্র, র। আর উপায় এই।

শৈল। (সঞ্জীবের কর ধারণ করিয়া) সঞ্জীব—সঞ্জীব (বদনে অঞ্চলদান)।

স। (নিজ নয়নে হস্তদান) চুপ কর।

শৈল। হৃদয়নাথ, আবার তোমার সাক্ষাৎ পাব এ আশা ছিলনা। আবার দাসী এই রূপ করে তোমার কর ধারণ করিবে এ ভরসা ছিলনা। তোমাকে দেখিলাম, এ জীবনের আশা মিটিল—

স। চুপ কর, কেঁদনা।

শৈল। প্রাণেশ্বর, আমার দুঃখ সমুদ্র উথলিয়া উঠিতেছে, আমার সকল কথা মনে হইতেছে। যে দিন পিতা আমাদের দুই জনকে একত্র দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সেই অবধি আর তোমাকে দেখি নাই। তার পরই পিতা মরিলেন, মাতা মরিলেন। বাবা গো, তুমি এখন কোথায় রহিলে,—মাগো, দেখে যাও, আজ আবার তোমাদের সঞ্জীব-শৈল একত্রে একস্থানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়াইয়া আছে।

স। বৃথা রোদনে ফল কি ?

শৈল। নাথ, বিধাতা দাসীকে রোদন করিতে সংসারে পাঠাইয়াছেন, রোদন করিতে করিতেই এ জীবন শেষ হবে। প্রাণেশ্বর——

স। শৈল, ওরূপ দর দর নেত্রে আর চাহিও না,—আমার দুঃখানলে আর আহুতি দিও না। আমি সৈনিক পুরুষ, তুমি যবনগৃহবাসিনী, ভাবিলে সংসার অন্ধকারময়

দেখি,—জীবনের আশা ত্যাগ করে তোমার উদ্ধারের চেষ্টা করি।

শৈ। নাথ, যদি আমি মুক্তি পাই তবে কোথায় যাইব ? যাইবার স্থান কি পৃথিবীতে আছে ?

স। শৈল, সে দুঃখ করোনা। সঞ্জীব জীবিত থাকিতে একথা মুখাগ্রে আনিও না। পামরেরা আমাদের দেশ উচ্ছিন্ন দিতেছে, দিউক। যদি তোমাকে পাইতাম, হিন্দুস্থান যবনশূন্য না করিয়া জলগ্রহণ করিতাম না। অধমেরা অত্যন্ত বাড়িয়াছে, বাড় ক ; যখন কমিবে, তখন চিহ্নমাত্র থাকিবে না। যদি তোমাকে পাই আমি রাজ্যের জন্য ভাবিনা। তোমাকে না পাই, আমি মরিব—তথাপি আলোর যবন হস্তে থাকিতে দিবনা। অরিন্দম সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায়——

জাফের আলির প্রবেশ।

জাফে। সঞ্জীব,—রাজপুত্রি! তোমাদের দুজনকে একত্রে দেখিয়া বড় সুখী হইলাম।

স। শৈলসুতা, ইনিই আমার জীবন দাতা। উদার চরিত্র, মুসলমান কুলের গরিমা—নাম জাফের আলি।

শৈ। জাফের আলি, আমি হিন্দু মহিলা। সূর্য্য আমার মুখ দেখিতে পাইতেন না। কিন্তু এখন সে গর্ব্ব নাই। আপনার সহিত আবরণশূন্য-মুখে কথা কহিতেছি, কিছু মনে করিবেন না। আপনি সঞ্জীবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। আপনার নিকট আমি চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ আছি।

জাফে। রাজপুত্রি, আজ আমাকে আশাতীত সুখী করিলেন। আমি যেমন সঞ্জীবের জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, সঞ্জীবও তেমনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। জগদীশ্বর আমার উপকার প্রত্যার্পণের অবকাশ দিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দেই।

প্র, র। রাজকুমারি আমরা আর বিলম্ব করিতে পারি না।

জা। (সঞ্জীবের কর্ণে কর্ণে)।

শৈ। নাথ! কত কথা বলিব বলে——

স। রোদন কেন? আজ যাও—কাল শুনিব।

শৈ। (সঞ্জীবের কর ধারণ) নাথ তোমার মুখ দেখিলে——

স। যখন বসোরায় আসিয়াছি তোমাকে না লইয়া যাইব না—আজ এখন যাও।

জা। চিন্তা কি—কাল আবার সাক্ষাৎ হবে—কাল সকল কথা বলিবেন। [শৈলসুতা, ও রমণীদ্বয়ের প্রস্থান।

এই লও, (লিপিদান)

স। (লিপি পাঠ)

যে ব্যক্তি মহম্মদ বেনকাসিমের মস্তক আনিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে যথোচিত পুরস্কার দিব।

কালিফ ওয়ালিদ।

এ আদেশ, কেন হইল জান ?

জা। বলিবার সাবকাশ নাই। এই দণ্ডে হিন্দুস্থানাভিমুখে যাত্রা কর। আজ দুই দিবস এ আদেশ হইয়াছিল—অদ্য স্বাক্ষরিত হইয়াছে। কাসিমের মস্তক আনিতে পারে এরূপ লোক বসোরায় বিরল।

স। এই তরবারি দুর্ব্বৃত্তের রক্তে অভিষিক্ত হইতে আমার হস্তে উঠিয়াছে। আজ হোক্,—কালি হোক্,—এক সময় না এক সময় এই অসিদ্বারা সেই পামরের মস্তক ভূতলে বিলুণ্ঠিত হবে। কিন্তু জাফের,—ক্ষমা কর—আমি পুরস্কারের প্রার্থী নহি।

জা। কে তোমাকে পুরস্কার দিবে? জান, তুমি বিধর্ম্মী। কালিফ তোমার উপর সন্তুষ্ট হইতে পারেন,—কিন্তু পুরস্কার দিবেন না। আর বসোরা বীরশূন্য না হলে তোমাকে ইহা দিতাম না।

স। লিপির আবশ্যক নাই।

জা। আবশ্যক আছে। এই লিপি দেখাইয়া তুমি বিপক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিতে পারিবে। কেহ তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।

স। আমি সে ভাবনা ভাবিনা। এই বাহুবলে এই অসি শত্রুপুরী ভেদ করিয়া দুরাচারের মস্তক ভূমিসাৎ করিবে।

জা। ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দাও। যখন কালিফের আদেশ বাহির হয়েছে, কেহ না কেহ, কোন না

কোন কৌশলে তাহার মস্তক আনিয়া দিবে।

স। তবে এই মুহূর্ত্তে চলিলাম। আমার এই সতৃষ্ণ অসি সর্ব্বাগ্রেই নরাধমের রক্ত আস্বাদন করিবে।

[প্রস্থান।

জাফের। তোমার বীরত্বে ধন্যবাদ। যে প্রণয়িণীকে না দেখিয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলে,—আজ এত দিনের পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল,—এ ক্ষণমিলনের পর বিদায় দিতে, তোমার হৃদয় দ্রব হইল না। তোমার বীরত্বে ধন্যবাদ। আল্লা মঙ্গল করিও,—এ বীরত্বে বিঘ্ন ঘটাইও না।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।



বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রমধ্যস্থ রাস্তা।

এক দিক হইতে অশ্বারোহণে বেনকাসিম,

অপর দিক হইতে সঞ্জীবের প্রবেশ।

সঞ্জীব। (দ্রুতগামী অশ্ব ধরিয়া) অশ্ব হইতে অবতরণ কর।

বে, কা। তুমি—তুমি এখানে!

স। আমি এখানে,—তোমার নিকট।

বে, কা। কি ভিক্ষা কর?

স। অবতরণ কর, বলিতেছি।

বে, কা। আমার অদ্যই বসোরায় যাইতে হইবে। গতিরোধ করিও না। যদি কিছু ভিক্ষা কর,—বল; অনুকূল আছি।

স। না নামিলে বলিব না।

বে, কা। তবে শুনিব না।

স। না শোন যাইতে দিব না।

বে, কা। তোমার এ সৈনিক বেশ কেন?

স। যবন ভয়ে।

বে, কা। রাজ্য চাও?

স। বাহুবল থাকিতে রাজ্যের জন্য এখানে আসিব কেন।

বে, কা। তবে কি চাও?

স। যা চাহি না নামিলে বলিব না।

বে, কা। বিরক্ত করিতেছ কেন?

স। না নামিলে বিরক্ত করিব।

বে, কা। এত দম্ভ করিও না।

স। শত শত বার করিব।

বে, কা। অশ্ব ছাড়।

স। ছাড়িব না।

বে, কা। এত স্পর্দ্ধা কেন!

স। ইচ্ছা পূর্ব্বক না নামিলে, জোর পূর্ব্বক নামাইব।

বে, কা। কি!—নরাধম! (অশ্ব হইতে অবতরণ)।

স। তোমার মস্তক চাহি। (লিপিদান)।

বে, কা। একি! এ যে কালিফের মোহর!!

স। তোমার মস্তক লইতে কালিফের মোহর আবশ্যক করিত না। যদি রাজপুত্রীদ্বয়কে বসোরায় না পাঠাইতে, হিন্দুস্থানেই তোমার মস্তক কুক্কুরের উদরে যাইত; তোমার সৌভাগ্য যে কালিফের নিকট যাইবে।

বে, কা। পাপাত্মা সাবধানে কথা কহিস্!

স। মস্তক দিয়া কথা কও।

বে, ক। দেখ্ পামর,—এখনি যমালয় যাবি। যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছিস্?

স। বিনা যুদ্ধে তোমার মস্তক লইব না।

বে, ক। যুদ্ধে যদি তোর মস্তক যায়।

স। যায়,—যাক্। ক্ষমতা থাকে লও।

বে, কা। কি বলিলি—দুরাত্মা—ক্ষমতা থাকে? তবে যমালয় যা। (অসি নিষ্কাশন)।

উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

কতকগুলি যবন সৈনিকের প্রবেশ।

(সকলে সাশ্চর্য্যে অবলোকন)।

প্র, সৈ। ওকি! কার সঙ্গে যুদ্ধ!

দ্বি, সৈ। কাফের পরিচ্ছদী যে!

তৃ, সৈ। (সম্মুখে পত্র পাইয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে!

(সকলকে পত্র দর্শান)।

প্র, সৈ। এ আদেশ কেন হলো!

দ্বি, সৈ। মাথা কাটিল যে! ও ত সামান্য বীর নয়।

সকলের অবলোকন।

প্র, সৈ। চল বসোরায় যাই। অবশ্যই ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে।

দ্বি. সৈ। না, দাঁড়াও,—ও ব্যক্তি এদিকে আসিতেছে কারণ জিজ্ঞাসা করি।

বেনকাসিমের মস্তক হস্তে রুধিরাভিষিক্ত সঞ্জীবের প্রবেশ।

সঞ্জী। আজ সঞ্জীবের জীবন সার্থক—আজ সঞ্জীবের বাহুবল সাথক। হৃদয়স্থিত জ্বলন্ত অনল আজ নির্ব্বাণ হইল। কে তোরা? যবন? দেখ্—এই দেখ্, দুর্ব্বৃত্তের মস্তক। যে মস্তক হইতে মহারাণীর প্রতি অপমানের কথা,—আলোর রাজ্য ছারখারের কথা, নির্গত হইয়াছিল, এ সেই মস্তক। যে দুরাত্মা রাজা রাণীকে অন্যায় যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছে,—রাজপুত্রীর সতীত্ব নাশের উদ্যম করিয়াছিল,—এ সেই দুরাচারের মস্তক। দেখ্—দেখ্ পামরেরা, দুর্ব্বৃত্তের শাস্তি কিরূপে হইয়াছে।

প্র, সৈ। আপনি এ পত্র কোথা পেলেন?

স। বসোরায় যাও জানিতে পারিবে।

সৈনিকদিগের প্রস্থান।

দুরাত্মা, কত দেশ উচ্ছিন্ন দিয়াছিস। কত অবলার সতীত্ব অপহরণ করিয়াছিস্। এই সঞ্জীবের হস্তে সমধিক প্রতিফল পাইলি। মহারাজ, তুমি স্বর্গে গিয়াছ। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, এই মস্তক তোমার চরণে প্রদান করিয়া তোমার হৃদয়বিদ্ধ শেলের উদ্ধার করিব। এই সেই মস্তক! দেখ,—স্বর্গ হইতে চাহিয়া দেখ,—এই সেই মস্তক! এই সেই মস্তক!!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালিফ ওয়ালিদের সভা।

কালিফ, জাফেরআলি ও সভ্যগণ।

কা। যে বন্দোবস্ত করিয়া দুরাচারকে হিন্দুস্থানে পাঠাইয়াছিলাম তাহাই অপহরণ! নিজে ভোগ করিয়াছে তাহাই আবার আমার নিকট পাঠাইয়াছে! করুক—দুরাত্মা ইহার প্রতিফল ভোগ করুক। তোমরা কেন অন্যায় অনুরোধ করিতেছ। আমার আজ্ঞা যাহা বাহির হইয়াছে, খণ্ডন হইবে না।

প্র, স। বেনকাসিমের মস্তক আনিতে বসোরায় কোন বীর স্বীকার হইল না।

কা। তুমি কি রূপে জানিলে ?

প্র, স। শুনিয়া সকলে মস্তক অবনত করিয়াছে।

কা। তোমরা নিষেধ করিয়াছ। অনুসন্ধানে যদি জানিতে পারি, প্রতিফল ভোগ করিবে।

বেনকাসিমের মস্তক হস্তে সঞ্জীবের প্রবেশ।

স। এই দুরাচারের মস্তক আনিয়াছি।

কা। (সাশ্চর্য্যে) তুমি কে!

স। আমি হিন্দুস্থান বাসী, নাম সঞ্জীব, মৃত আলোর অধিপতির প্রধান সেনাপতি।

কা। তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছিলে ?

স। সে অনেক কথা; আপাততঃ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য।

কা। বেনকাসিম তোমাদের উপর অত্যাচার করিয়াছিল ?

স। অসম্ভব অত্যাচার।

কা। আমার আদেশ পালন করিয়াছ পুরস্কার প্রার্থনা কর।

স। আমি স্বহস্তে আমার মর্ম্মান্তিক শত্রুর নিপাত করিয়াছি, ইহাই আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আর পুরস্কারের প্রার্থী নহি।

কা। এ পুরস্কার নয়। আমার আদেশ পালনের পুরস্কার প্রার্থনা কর।

স। আমি হিন্দু। মুসলমানের পুরস্কার লওয়া হিন্দু

ধর্ম্মে নাই। আমি আমার ধর্ম্ম কলুষিত করিতে পারিনা।

কা। যদি পুরস্কারের ইচ্ছা ছিলনা, তবে কেন তাহার মস্তক আনিয়াছ। পুরস্কার না লও ইহার জন্য দণ্ডিত হইবে।

স। কি দণ্ড দিবেন,—আদেশ করুন,—স্বীকার আছি।

কা। পুরস্কার না লও—তোমার মস্তক যাইবে।

স। যায়,—যাক্। আপনি ভয় দেখাইতেছেন? কিন্তু জানেন,—রাজপুতেরা মৃত্যুর গ্রাসে বাস করিয়া থাকে।

কা। আমি ভয় দেখাইতেছি না.—যথার্থই বলিতেছি।

স। তবে গ্রহণ করুন.—এই দণ্ডে গ্রহণ করুন।

কা। তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি,—যাহা চাও, দিব।

স। আমি কিছুই চাহিনা।

কা। বুঝিলাম, বেনকাসিম তোমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে, স্বাধীনতা চাও।

স। বাহুবল থাকিতে স্বাধীনতা ভিক্ষা করিয়া লইব?

কা। তুমি ভিক্ষা করে লইতেছ না। আমি তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ দিতেছি। বাহুবল থাকে সেই স্বাধীনতা বিস্তার করিও।

জাফে। খোদাবন্! এই হিন্দু যুবা আমার বন্ধু, ইনি বন্দিনী রাজপুত্রীদ্বয়কে স্বদেশে লইয়া যাইতে চাহেন।

কা। এই কি সেই যুবা?

জাফে। হাঁ খোদাবন্।

কা। এতক্ষণ বল নাই কেন? তোমাকে স্বাধীনতা দিব, রাজকুমারীদ্বয়কে দিব—প্রার্থনা কর।

জা। কোথায় স্বাধীনতা দিবেন,—আদেশ করুন।

কা। যুবা যেখানে থাকিয়া সন্তুষ্ট হন।

জা। যুবা আলোরে থাকিতে চাহেন।

কা। উত্তম। বামনাবাদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান তোমার অধীনে থাকিল। তুমি রাজকুমারীদ্বয়কে লইয়া স্বদেশে যাও। কেমন, সন্তুষ্ট হইয়াছ? অন্যান্য কর্ম্ম স্থগিত রহিল। সভা ভঙ্গের আদেশ দাও।

ঐকতান বাদ্য, সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।



জাফের আলির শয়ন গৃহ।

নশিবন্ ও শৈলসুতা।

(পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত পরস্পরের হস্তে সংযোজিত)।

উভয়ে উভয়ের বদনে সতৃষ্ণ নয়নার্পণ।

নশি। শৈলসুতা, তোমাকে দেখে, দেখে, দেখে, দেখে, নয়ন ত পরিতৃপ্ত হলো না। কাল সন্ধ্যার সময় দাসীর

গৃহ পবিত্র করেছ, আর আমি একভাবে তোমাকে দেখিতেছি, তথাপি দর্শন লালসা—বৃদ্ধি বৈ হ্রাস ত হলো না। আমাদের মুসলমান জানানায় সুন্দরীর অভাব নাই। চম্পাকনিন্দিত বর্ণ, বিম্ব নিন্দিত অধর, অনেক আছে,—প্রভাতসূর্য্য কিরণ যখন লাবণ্যময়ী পত্র-কলিকার উপর বসিয়া বসিয়া বসিয়া নৃত্য করে, তখন তাহার যে জ্যোতিঃ বাহির হয়, সেরূপ জ্যোতিঃ সম্পান্না রমণীও অনেক আছে; কিন্তু সে সব কি? লালসাপূর্ণ, গর্ব্ব-ব্যঞ্জক। তোমাতে সে সৌন্দর্য্য সমুদয়ই আছে, কিন্তু এ মূর্ত্তি কি? সরল,—গম্ভীর—প্রশান্ত—প্রেমপূর্ণ। কি দৃষ্টি! নয়ন চরিতার্থ হলো।

শৈ। বটে! তুমি বুঝি থামিবে না? যা মনে আসিতেছে অনর্গল বলিতেছ—এত প্রশংসা কেন? আমার নিকট কিছু প্রার্থনা কর?

নলি। (সহাস্যে) করি বৈ কি।

শৈ। তাই কেন বলনা। এত লম্বা চওড়া মুখবন্ধে কি আবশ্যক। কি প্রার্থনা কর?

ন। তোমার ভাল বাসা।

শৈ। আমার ভাল বাসা পাবার জন্য এত আড়ম্বর! আমি তোমার উপর রাগ করিলাম (উঠিয়া গমন)।

ন। (পশ্চাৎ ধাবিতা) না—না—বোন্ আমার অপরাধ হয়েছে।

শৈ। কি, অপরাধ? না, তা নয়। বল, আমি তো-

মার রূপ গুণ সম্বন্ধে যে কথা বলেছি তোমাতে তার কিছুই নাই।

ন। তা তুমি বলিলেই হলো।

শৈ। বটে? এই কথা! আর আমি তোমার সঙ্গে কথা কব না।

সহচরী ও জয়ায় প্রবেশ।

জয়া। দিদি, অমন মুখ ভারি করে রয়েছিস্ কেন? —দিদি, তুমি বুঝি কিছু বলেছ?

ন। বলিব কেন? মেরেছি।

জয়া। তা আর মাত্তে হয় না।—হ্যাঁ দিদি, তোকে নাকি মেরেছে?

শৈ। (নশিবনের চিবুক ধরিয়া) নিন্দিত-জলধিজল-মগ্ন-টলটলায়মান-শরদেন্দু! এত চাতুরী কেন?

ন। শৈল, আর মায়া বৃদ্ধি করো না। এই প্রভাত হয়েছে—এখনি তোমার জীবিতনাথ এসে আমার হৃদয় অন্ধকার করে তোমাকে নিয়ে যাবেন।

শৈ। আমি না হয় আজ যাবো না!

ন। আজ না হয় কাল যাবে। আমার এ যন্ত্রণার শান্তি কি রূপে হবে? এ জন্মে ত তোমার সহিত আর সাক্ষাৎ হবে না! (রোদন)। যখন জীবিতনাথের কাছে তোমার কথা, সঞ্জীবের কথা শুনিলাম, তখনি আমি দাসীর দ্বারা তোমাকে সঞ্জীবের আগমন সংবাদ দি, সঞ্জীবকে দেখিবার উপায় করে দি। তুমি সেই জন্যই এখানে এসে

আমার অনুসন্ধান কর,—আমি অপরিচিতা হলেও—হস্তদ্বারা আমার গলাবেষ্টন করে, ছল ছল নেত্রে আমার মুখ দেখিতে দেখিতে বলেছিলে 'তুমি না আমার মৃতদেহে জীবন দায়িনী'। শৈল, তোমার এই সব ভাব এ হৃদয়ে অঙ্কিত রয়েছে ;—(গীত)—

জাফের আলি ও সঞ্জীবের প্রবেশ।

জা। তবু বিমর্ষ হয়ে থাকিবে—এ ত তোমার ভিক্ষা করে লওয়া নয়।

স। আমি রাজপুত কুলের কলঙ্ক!

জা। তবু আপনাকে ধিক্কার দিবে? তোমার স্বাধীনতা উদ্ধারে যে বাহুবল লাগিত, ইহাতেও সেই বাহুবল লাগিয়াছে।

স। কিসে?

জা। কিসে নয়! প্রধান প্রধান বীরেরা যাহার মস্তক আনিতে নতশির হইযাছিল, তুমি অবলীলাক্রমে সেই মস্তক আনিয়াছ। স্বাধীনতা তোমার বাহুবলের পুরস্কার। যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ যেমন বাহুবলের পুরস্কার, রেনকাসিমের মস্তক দিয়া স্বাধীনতা লওয়াও তেমনি বাহুবলের পুরস্কার।

স। যবনের নিকট হইতে স্বাধীনতা উদ্ধার না করিয়া পুরস্কার স্বরূপ লইলাম,—এ দুঃখের কি সীমা আছে!